কৃষকের ঋণ সমস্যা

শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার

কলিকাতা
সন ১৩৩৯ সাল

মূল্য চারি আনা

প্রকাশক—
শ্রীমুকুলবিকাশ গুপ্ত এম, এ
৬এ স্থরেন্দ্রনাথ বানার্জ্জী রোড
কলিকাতা

প্রিন্টার—
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫৯, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

ভূমিকা

কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিউটে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কৃষকদের ঋণ সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত ও বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তিকার আকারে মুদ্রিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কৃষি-ঋণের কথা প্রথমে বলিয়া তিনি তাহার পর বাংলার কৃষকদের ঋণ ও তাহা শোধ করিবার উপায় সম্বন্ধে ইহাতে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রস্তাবিত উপায়গুলি বিবেচনার যোগ্য। প্রবন্ধটি পুস্তিকার আকারে বাহির হওয়ায় সমস্ত বিষয়টি আলোচনা করিবার সুযোগ সর্ব্বসাধারণ পাইতেছেন।

কৃষকদের ঋণ কেবল আমাদের দেশেই আছে, অন্য কোথাও নাই বা ছিল না, এমন নয়। কোন কোন স্বাধীন ও স্ব-শাসক দেশে ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কি করা হইয়াছে, লেখক সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাও বিবেচ্য। অবশ্য ইহা মনে রাখিতে হইবে, যে, আমরা স্ব-শাসক নহি বলিয়া আমাদের কৃষকদিগকে অঋণী করা অপেক্ষাকৃত কঠিন, কারণ রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রয়োগ ও সাহায্য ব্যতিরেকে এত বড় একটী সমস্যার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর নহে ; এবং এ দেশে সেই শক্তি আপনাকে নিরঙ্কুশ করিতে যত ব্যস্ত, জন-সাধারণের মঙ্গলের জন্য তত ব্যস্ত নহে, এবং হইবার কথাও নয়। তথাপি এ দেশে গবর্ণমেণ্ট কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে অন্ততঃ কমিশন কমিটি মধ্যে মধ্যে বাসাইতে বাধ্য হন। আমাদিগকেও কৃষকদিগকে অঋণী করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এই পুস্তিকাটি সেই চেষ্টার একটি অঙ্গ মনে করা যাইতে পারে।

কৃষি-ঋণ ব্যাপারটি যে তুচ্ছ নয়, তাহার প্রমাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর রুশীয় রাষ্ট্র-বিপ্লবে পাওয়া যায়। সময় থাকিতে আমাদেরও সাবধান হওয়া এবং প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

১৪ই আশ্বিন, ১৩৩৯।　　　　　　　　　　　　শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কৃষকের ঋণ-সমস্যা

বর্ত্তমান জগতে ঋণ-সমস্যাই প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেক দেশই সমর-ঋণ, আন্তর্জ্জাতিক ঋণ, বাণিজ্য-ঋণ,—কোন না কোন প্রকার জাতীয় ঋণে বিশেষভাবে নিপীড়িত।

ভারতেরও জাতীয় ঋণ আছে; পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় তাহা এখনও তত মারাত্মক হইয়া উঠে নাই। এই জাতীয় ঋণের একটা বড় অংশ লাভ জনক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছে; এই কার্য্যে যেমন অর্থাগম হয়, তেমনি বিভিন্ন প্রকারের সম্পত্তিতে ন্যস্ত থাকায় টাকাগুলি সু-রক্ষিত আছে। রেলপথ নির্ম্মাণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অবশ্য এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গভর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় ঋণের একটা অংশ ভারতে এবং ভারতের বাহিরে বৃটিশ সাম্রাজ্য প্রসার প্রভৃতি ব্যাপারের জন্য গ্রহণ করিয়া উহার ভার ভারতবাসীর স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার ঋণ গ্রহণে দেশবাসীর সম্মতি নেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই, এবং ইহার সহায়তায় তাঁহারা যে কোনো সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাও নয়;—অর্থাৎ এই সকল ঋণ ভারতবাসীর কোন উপকারে আসে নাই। অথচ তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাহাদের উপরই ন্যস্ত হইয়াছে,—এমন কি ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের আয় হইতে তাহার অনেক পরিমাণ পরিশোধ করাও হইয়া গিয়াছে।

ভারতের জাতীয় ঋণ

সে যাহা হউক, এই জাতীয় ঋণের কথা আজ আমি এখানে বলিব না। আজ আমি যে ঋণের কথা আপনাদের নিকট নিবেদন করিব, তাহা ভারতীয় কৃষকের ঋণ সম্পর্কে। ইহাই আজ ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা জটিল এবং বড় সমস্যা। এই সমস্যার সম্যক্ সমাধানের উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে।

কৃষি-ঋণ

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, কৃষকই জাতির মেরুদণ্ড; অথচ এখানে কৃষকেরাই আজ সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব। কোটি কোটি কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ঋণ একত্র হইয়া আজ তাহাদের সমগ্র ঋণের পরিমাণ যেরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা উপেক্ষা করা অসম্ভব। ঋণের এই ভয়াবহ পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার ভারে কৃষক আজ মাথা তুলিতে পারিতেছে না;—সারা বৎসর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে সে যে সামান্য টাকা রোজগার করে, তাহা দ্বারা অনেক স্থলে মহাজনের ঋণ অথবা তাহার সুদ

পরিশোধ করা দূরের কথা, চাষের জন্য ও অন্যান্য প্রয়োজনে তাহাকে প্রতি বৎসর আরও নূতন করিয়া ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এমনি করিয়া ভারতের অধিকাংশ কৃষকই আজ দেনার দায়ে প্রায় সর্ব্বস্বান্ত। এই দুর্দ্দশা এখন এমন চরমে পৌঁছিয়াছে যে, অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না হইলে, পরে হয় ত আর প্রতিকারের পথ থাকিবে না।

কৃষি ঋণ সমস্যার আশু সমাধানের প্রয়োজনীয়তা

কৃষকদের এই ঋণ-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হইলে উহাদের,—শুধু উহাদের কেন,—দেশেরই অর্থনৈতিক উন্নতির সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সকল স্বাধীন ও কৃষি-প্রধান দেশের গভর্ণমেণ্ট কৃষকদের দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দেশের গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত এই সমস্যা সমাধান করিবার তেমন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই; এমন কি তাঁহারা এই সমস্যাকে সম্যক্‌রূপে এখনও বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন নাই। ভারতীয় কৃষকের এই শোচনীয় অবস্থা বৃটিশ-শাসনের ব্যর্থতারই একটি প্রধান পরিচয়। গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যের ফলে কৃষকেরা তিলে তিলে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। কোটি কোটি কৃষক লইয়াই ভারতের জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে; তাহাদের জীবন-মরণের সহিত এই ঋণ-সমস্যা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। ইহার সমাধানের পথে অনেক বিঘ্ন আছে; সেই বিঘ্নগুলিকে আমি ছোট করিয়া দেখিতে বলিব না।—কিন্তু, যত বিঘ্নই থাকুক, এবং সমস্যা যত জটিলই হউক, এই সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজিতেই হইবে। সকল কাজেরই একটা সূচনা আবশ্যক। আপনাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এই সমস্যা সমাধানের সূচনা হইবে, এই আশাতেই এ বিষয়ে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

কৃষি-ঋণের তাৎপর্য্য

কৃষকদের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে, উক্ত ঋণ বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

চাষের উন্নতি ও কৃষি ঋণ

ব্যবসায়ীদের কাহারও অবিদিত নাই যে, অনেক সময়ে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে, কারবার চালাইবার জন্য যে ঋণ করা আবশ্যক হয়, সে ঋণ ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে নয়। এই ঋণের টাকা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হয়, এবং তাহা হইতে যে লাভ হয়, তাহা হইতেই ঋণের সুদ-আসল বাবদ সকল প্রকার দাবী মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হইয়া থাকে। কেবলমাত্র কৃষিকার্য্যের জন্য যদি কৃষক ঋণ গ্রহণ করিত, তবে সে ঋণের পরিমাণ এবং পরিশোধের উপায় তাহার ক্ষেত্রজ ফসলের উপরই নির্ভর করিত; এবং পরিশোধ-যোগ্য ঋণ গ্রহণ করায় সে অকারণ দেনার ভারে নিপীড়িত হইত না।

এ বিষয়ে আরও দু'একটি কথা বলা দরকার। ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদনের জন্য নানা প্রকার খরচ করিতে হয়, যথা :—সার ও বীজ খরিদ, হাল-লাঙ্গল-গরু কেনা, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং চাষবাসের কাজে সাহায্যকারীর মজুরী দেওয়া, ইত্যাদি। চাষের কয়েক মাস পরে যখন শস্য বিক্রয় হয়, তখনই কৃষকেরা তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য পাইয়া থাকে। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত খরচের টাকা অনেক কৃষকেরই থাকে না। এজন্য যদি ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, এবং যদি তাহা পরিমাণ মত হয়, তাহা হইলে সে ঋণ সাধারণতঃ কৃষকের পক্ষে মারাত্মক হয় না; কারণ, এ ঋণ কৃষকদের পারিবারিক অভাবের জন্য নয়। উৎপন্ন ফসলের মূল্য হইতেই এই প্রকার ঋণ পরিশোধ করা চলিতে পারে। এতদ্ব্যতীত নূতন জমি ক্রয়, পুরাতন জমির উৎপাদনী-শক্তি বৃদ্ধি, প্রভৃতি কারণে যদি তাহাকে আরও ঋণ গ্রহণ করিতে হয়, তবে তাহাও তাহার বাৎসরিক আয় হইতে ক্রমে ক্রমে সুদ সমেত পরিশোধ হইতে পারে। এই শেষোক্ত প্রকার ঋণও কৃষকদিগকে মধ্যে মধ্যে করিতে হয়, এবং ইহার জন্যও তাহাদের বিপদগ্রস্ত হইবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের কৃষকদিগের ঋণ কেবলমাত্র এই পর্য্যায়ভুক্ত নহে। এদেশে কৃষকেরা উক্ত প্রকার কৃষিকার্য্য ব্যতীত আরও বহুবিধ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃষিকার্য্যের জন্য গৃহীত ঋণ তাহার অংশ-বিশেষ মাত্র। সামাজিক নানাপ্রকার অনুষ্ঠানের জন্য (যথা: পুত্র কন্যার বিবাহ, মাতাপিতার শ্রাদ্ধ) এ দেশীয় কৃষকদিগের অনেক অর্থব্যয় হয়। এতদ্ব্যতীত রোগের চিকিৎসা, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির ব্যয়ও আছে। প্রকৃত কৃষিকার্য্যের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করিলে তাহা চাষের আয় হইতে পরিশোধ করা চলে; কিন্তু কোন আকস্মিক প্রয়োজনের জন্য যে সকল ঋণ করা হয়, তাহা দ্বারা আয়-বৃদ্ধির সহায়তা হয় না বলিয়া, এক হিসাবে তাহা লোকসানেরই সামিল। এই ঋণের টাকা শোধ করিবার ক্ষমতা চাষীর নিয়মিত আয়ের সংস্থানের উপর নির্ভর করে। অনেক ক্ষেত্রেই চাষীদের এই আয়ের সংস্থান অতি সামান্য বলিয়া এ দেনা সমষ্টি-দেনার পরিমাণ পরিশোধের সাধ্যাতীত রূপে বাড়াইয়া দেয়; এবং ফলে চাষীদের ঋণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

সামাজিক আড়ম্বর ও কৃষকের ঋণ

ঋণের দায়ে কৃষকদের আয়ের পরিমাণ ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইবার জন্য তাহাদের উৎসাহও কমিয়া যায়, এবং শেষ পর্য্যন্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ,—অর্থাৎ ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ঋণভার সমধিক দুঃসহ করিয়া তুলে। এই 'কৃষি-ঋণ' ও 'কৃষকের ঋণ'এর পার্থক্য আমাদের দেশের চাষীরা বুঝে না, এবং তাহারা যখন কোনও উদ্দেশ্যে টাকা ধার করে, তখন এই দুই প্রকার ঋণের পরস্পরের মধ্যে যে প্রভেদ রহিয়াছে, সে অনুসারে ঋণ-পরিশোধ-ক্ষমতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে বলিয়াই তাহাদের জীবন ক্রমবর্দ্ধিত ঋণ-ভারে দুর্ব্বহ হইয়া পড়িতেছে। ব্যবসায়ী যেমন কারবারের ঋণ তাহার নিজ পারিবারিক হিসাব

হইতে পৃথক রাখে, কৃষক তাহা করে না। সে তাহার কৃষি-ঋণ এবং অন্য প্রয়োজনের ঋণ একত্র করিয়া এমন জালে জড়াইয়া পড়ে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। যে কৃষি-ঋণের বিষয় আজ আমি আপনাদের নিকট নিবেদন করিব, তাহার অর্থে, কৃষকের কৃষি-কার্য্য সম্পর্কীয় এবং অন্য প্রয়োজনীয়,—এই উভয় প্রকার ঋণের সমষ্টিই বুঝিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমার এত বিস্তারিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, কৃষি-ঋণ ও কৃষকের ঋণ,—এই দুই প্রকার ঋণ মূলগতভাবে পৃথক হইলেও ঋণগ্রস্ত কৃষকের পক্ষে ইহারা তুল্য দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া যে সমস্যা উপস্থিত করিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্য আমরা যেন একটিকে উপেক্ষা করিয়া অন্যটির প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত না করি।

ঋণের আকৃতি ও প্রকৃতি

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই কৃষকদিগের ঋণের পরিমাণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা দরকার। বিভিন্ন প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্ট হইতে জানিতে পারা যায় যে, ব্রহ্মদেশ সহ সমগ্র ভারতবর্ষে চাষীরা সর্ব্বসমেত ৯০০ কোটি টাকা পরিমাণ ঋণের দায়ে আবদ্ধ। এই মোট দেনার কত অংশের জন্য বিভিন্ন প্রদেশের চাষীরা দায়ী, বিভিন্ন প্রদেশের গড়্‌পড়্‌তা প্রতি চাষীর দেনার পরিমাণ কত, এবং আবাদি জমির প্রতি 'একর' হিসাবেই বা বিভিন্ন প্রদেশের চাষীর ঋণের আয়তন কিরূপ, সে সম্বন্ধে আমি একটি হিসাব দিতেছি। ইহা হইতেই কৃষকের ঋণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা করা সম্ভব হইবে:—

বিভিন্ন প্রদেশের মোট কৃষি-ঋণের পরিমাণ

প্রদেশ	মোট ঋণের পরিমাণ	চাষী-প্রতি গড়্‌পড়্‌তা ঋণের পরিমাণ	আবাদী জমির প্রতি 'একরে' ঋণের পরি[illegible]
আসাম	২২ কোটি	৩১৲	৩৭৲
বাংলা	১০০ ,,	৩১৲	৪৩৲
বিহার ও উড়িষ্যা	১৫৫ ,,	৫১৲	৬৩৲
বোম্বাই	৮১ ,,	৪৯৲	২৫৲
মধ্যপ্রদেশ	৩৬ ,,	৩০৲	১৪৲
মাদ্রাজ	১৫০ ,,	৫০৲	৪৪৲
পাঞ্জাব	১৩৫ ,,	৯২৲	৫০৲
যুক্তপ্রদেশ	১২৪ ,,	৩৬৲	৩৬৲

এই হিসাব হইতে আপনারা হয় ত মনে করিতে পারেন যে, মোট ঋণ কিংবা গড়্‌পড়্‌তা প্রতি চাষীর ঋণ, কিংবা আবাদী জমির 'একর'-প্রতি ঋণ,—ইহাদের যে-কোন দিক হইতে

দেখা যাক না কেন,বাঙ্গালী চাষীর অবস্থা অন্যান্য প্রদেশের চাষীর তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল। বস্তুতঃ, তাহা নহে; কারণ বিভিন্ন প্রদেশের জন-প্রতি এবং একর-প্রতি ঋণের তুলনা হইতেই চাষীদের অবস্থার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় না; তাহাদের সম্পত্তির পরিমাণ এবং আয়ের অঙ্ক প্রভৃতিও এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা দরকার,—নতুবা তুলনামূলক অবস্থা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নহে। কারণ, দেনাদারের ঋণের বোঝা বহিবার ক্ষমতা কতখানি আছে, তাহা বুঝিতে হইলে তাহার সম্পত্তি ও আয়ের হিসাবের দিকেই অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করিতে হইবে। এই অনুপাতে বাংলা দেশের চাষীর অবস্থা তুলনায় নিকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হয়। অন্যান্য অনেক প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে একর-প্রতি জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী নহে; এবং এখানে, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা জমির আয়ের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বেশী,—আশাকরি, এ কথা আপনাদের অবিদিত নাই। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য্যে-নিরত এমন ১০০ লোক-প্রতি বিভিন্ন প্রদেশে আবাদী জমির পরিমাণ কত, তাহা ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্টে প্রকাশিত এক তালিকা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আপনাদের অবগতির জন্য আমি তাহার উল্লেখ করিতেছি :—

বাঙ্গালী চাষীর আর্থিক অবস্থা

বোম্বাই	১২১৫ একর	বিহার ও উড়িষ্যা	৩০৯ একর
পাঞ্জাব	৯১৮ ,,	আসাম	২৯৬ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৮৪৮ ,,	যুক্তপ্রদেশ	২৫১ ,,
মাদ্রাজ	৪৯১ ,,	বাংলা	৩১২ ,,

কিন্তু জমির আয়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে, চাষী ছাড়াও এমন অনেক লোক আছে; তাহাদের সকলকেই যদি হিসাবের মধ্যে ধরা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, বাংলা দেশে গড়্‌পড়্‌তা প্রতি-চাষীর মাত্র '৫৭ 'একর' জমির উপর নির্ভর করিতে হয়। জন-প্রতি আবাদী জমির এত ক্ষুদ্র আয়তন আর অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় না। এ সম্বন্ধে আমি আর একটি তালিকা দিতেছি; তাহা হইতে আপনারা স্পষ্টই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন :—

বোম্বাই	২'০১	বিহার ও উড়িষ্যা	'৮২
পাঞ্জাব	১'৮০	যুক্তপ্রদেশ	'৯২
মাদ্রাজ	১'১৪		

ইহা হইতে আপনারা কেহ যেন মনে না করেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কৃষকদের অবস্থা খুবই উন্নত। বাস্তবিক তাহা নহে; সমগ্র ভারতেই আজ কৃষক সম্প্রদায় ঋণে আপদমস্তক জড়িত। বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমার বিস্তারিত আলোচনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে আমি আপনাদের নিকট যে

প্রস্তাব করিব, তাহা এই প্রদেশের প্রতিই বিশেষরূপে প্রযোজ্য। অধিকন্তু বাংলার কৃষকদের অবস্থা স্বচক্ষে আমি যেরূপভাবে দেখিয়াছি, অন্য প্রদেশ সম্বন্ধে সেরূপ সুযোগ আমার হয় নাই।

বাঙ্গালী চাষীর ঋণের বোঝা

বাংলাদেশ সম্বন্ধে পুনরায় কয়েকটি কথা উল্লেখ করিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটি তদন্ত করিয়া হিসাব করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী চাষীর ঋণের পরিমাণ অন্ততঃ পক্ষে ১০০ কোটি টাকা হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে যে আর কোন অনুসন্ধান করা হয় নাই, তাহা নহে; কিন্তু সেই সমস্ত তদন্ত কোন কোন বিশেষ জেলার কৃষকদের অবস্থা-নির্ণয় বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র প্রদেশের পক্ষে ব্যাঙ্কিং কমিটির তদন্তকেই সর্ব্বপ্রথম অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই কমিটিকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ করিতে হইয়াছে বলিয়া সকল স্থানের সঠিক সংবাদ তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এরূপ মনে হয় না। প্রধানতঃ এই কারণে, এবং তৎপূর্ব্বে নির্ভর-যোগ্য কোন অনুসন্ধান-বিবরণীর অভাব হেতু, তাঁহারা বাংলার চাষীদের ঋণের পরিমাণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে হয় ত আপনাদের অনেকেরই মনে সন্দেহ থাকিতে পারে। বিশেষতঃ, মেজর জ্যাক্, মিঃ মোমিন এবং মিঃ স্যাক্সি প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী তদন্তকারীদের হিসাবের সহিত প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটির হিসাবের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, মেজর জ্যাক্ ১৯০৬ হইতে ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত, এই ৪।৫ বৎসর ফরিদপুর জেলায় অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, উক্ত জেলার চাষী-পরিবারের গড়্‌পড়্‌তা দেনা ৫৫৲ টাকা। এই অনুসন্ধান সম্পর্কে তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ফরিদপুর জেলার চাষী-সম্প্রদায়ের মধ্যে শতকরা ৫৫টি পরিবার সম্পূর্ণরূপে ঋণ-মুক্ত। তদনুসারে ঋণগ্রস্ত চাষী-পরিবারগুলির গড়্‌পড়্‌তা দেনার পরিমাণ ১২০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়। মেজর জ্যাক্ তাঁহার হিসাবে প্রতিপরিবারে ৫জন লোক আছে বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি ১৯২৯ সালে সমগ্র বাংলা দেশে প্রতি চাষী-পরিবারের ঋণ ১৬০৲ টাকা বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। চাষীদের মধ্যে কতজনের ঋণ নাই, তাহার হিসাব তাঁহারা দেন নাই। কুড়ি বৎসরের মধ্যে পরিবার-প্রতি ঋণ ৫৫৲ হইতে বাড়িয়া ১৬০৲ টাকা হইয়াছে, ইহা খুবই অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু যদিও মেজর জ্যাকের হিসাবের সহিত ব্যাঙ্কিং কমিটির হিসাবের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে, এবং যদিও তাঁহারা সময়াভাবে খুব বিশদরূপে তদন্ত করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ, তথাপি আমার মনে হয় যে, উক্ত কমিটি তদন্ত করিবার সময় যে সমস্ত অনুসন্ধান-প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, তাহাই অধিক নির্ভরযোগ্য। অনুসন্ধান-কালে ব্যাঙ্কিং কমিটি রেহানী দলিলের সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ এবং গড়্‌পড়্‌তা মেয়াদ ৬ বৎসর ধরিয়া ও সমবায় ঋণদান-সমিতির খাতাপত্র দেখিয়া চাষীদের ঋণের

পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহাতে বর্ত্তমানের সংগ্রহ-যোগ্য তথ্য হইতে যে এক প্রশস্ত পদ্ধতিরই অনুসরণ করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া কমিটি গড়্‌পড়্‌তা ঋণের পরিমাণ ১৬০৲ টাকা ধরিয়া ১৯২১ সালের লোক-সংখ্যা হিসাবে চাষীদের মোট ঋণের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা স্থির করিয়াছিলেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের পর গত ১০ বৎসরে লোক-সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, এবং তাহা ধরিলে মোট ঋণের পরিমাণ আরও বাড়িয়া যাইবে। সে যাহা হউক, মোট দেনার একেবারে যথাযথ পরিমাণ নির্দ্ধারণ করাই বড় কথা নহে ;—আসল কথা এই যে, বর্ত্তমান নিদারুণ ঋণের ভার বিপুল ও অসহনীয়। এই বিপুল সঞ্চিত ঋণ-ভার কি ভাবে ক্রমশঃ লঘু করা যায়, এবং কি ভাবে ভবিষ্যতে ঋণ-বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রতিরোধ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করাই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়।

এই দুর্ব্বিসহ ভারের লাঘব করা অনেক পরিমাণে চাষীদের আয়ের উপর নির্ভর করে। এখন দেখা যাক, আমাদের দেশের চাষীদের আয় কিরূপ। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্টে

ভারতীয় চাষীর আয়ের সংস্থান

প্রকাশ যে, ১৯২৮ সালের বাজার-দর অনুসারে সমগ্র ভারতে প্রতি বৎসর ১২০০ কোটি টাকা মূল্যের কৃষি-জাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইহা ছাড়া কুটীর-শিল্প ইত্যাদি নানা উপায়ে চাষীদের আরও অতিরিক্ত শতকরা ২০৲ টাকা আয় হয়; এরূপ আয় ধরিয়া লইলে ভারতবর্ষের চাষীদের গড়্‌পড়্‌তা আয় দাঁড়ায় ৪২৲ টাকা। ১৯২৮ সালের পর জিনিষপত্রের দাম যেরূপ কমিয়াছে, এবং ১৯২১ সালের পর লোক-সংখ্যা যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহার হিসাব করিলে গড়্‌পড়্‌তা আয়ের পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। সে যাহা হউক, যদি আমরা ধরিয়াই লই যে আয় কমে নাই, তাহা হইলেও সমস্যার গুরুত্বের হ্রাস হয় না; কারণ কমপক্ষে শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা হিসাবে সুদ ধরিলেও মোট ৯০০ কোটি টাকা দেনার সুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬২ কোটি টাকা ;—অর্থাৎ জনপ্রতি ৯৲ টাকা। ৪২৲ টাকা আয় হইতে যদি ৯৲ টাকা চলিয়া যায়, তাহা হইলে চাষীদের গড়্‌পড়্‌তা আয়ের পরিমাণ ৩৩৲ টাকা হয় ;—অর্থাৎ প্রতিমাসে ২৸০। এই টাকা হইতে তাহাকে সংসারের সমস্ত খরচ মিটাইতে হইবে ; এবং জমির খাজনা, ট্যাক্স প্রভৃতি দিতে হইবে। ইহা হইতেই চাষীদের দুরবস্থার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবস্থায় যদি চাষীরা তাহাদের ঋণের সুদ ও আসল কিছুই শোধ করিতে না পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। চাষীদের মোট দেনার পরিমাণ যে ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ।

কেবলমাত্র বাঙ্গালী চাষীদের আয়ের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি তাহাদের আয় জনপ্রতি ৮৪৲ টাকা দেখাইয়াছেন। এই সঙ্গে তাঁহারা আরও একটি হিসাব দিয়াছেন যে, খুব কম করিয়া ধরিলেও চাষীদের বাৎসরিক

ব্যয় জনপ্রতি ৮৪৲ টাকা;—অর্থাৎ যত্র আয়, তত্র ব্যয়। কিন্তু এই খরচের হিসাবে জনপ্রতি দেনা ৩১৲ টাকার আসল কিংবা সুদ পরিশোধের বিষয় বিবেচিত হয় নাই। ইহা গড়পড়তা সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাব। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, আয় এবং ব্যয়ের পরিমাণ সমান হইলে কৃষকের জনপ্রতি ৩১৲ টাকা দেনা কি কোন কালে কেহই পরিশোধ করিতে পারিবে না? ইহার উত্তর এই যে সকল কৃষকের অবস্থা সমান নহে। কাহারও দেনা একেবারেই নাই; আবার যাহাদের দেনা আছে, তাহাদের কাহারও কাহারও আয় হইতে তাহা পরিশোধের সম্ভাবনাও আছে। উল্লিখিত আয়-ব্যয়ের যাথার্থ্য স্বীকার করিয়া লইলে দেখা যায় যে, কৃষকের পক্ষে ঋণ-মুক্ত হওয়া খুবই দুঃসাধ্য। তারপর সু-বৎসর চিরদিন থাকে না;—অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, রোগ-শোক, দৈবদুর্বিপাক,—এগুলি ত লাগিয়াই আছে। শস্যের মূল্য-হ্রাসের দরুণও তাহাদের আয়ের পরিমাণ কমিয়া যায়। এই কারণেও চাষীদিগকে অনেক সময়ই বাধ্য হইয়া নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হয়,—পুরাতন ঋণ শোধ করা ত দূরের কথা। এমন অবস্থায় ক্রমে ঋণের দায়ে কৃষিজীবীদের জমি হস্তান্তরিত হইয়া মহাজনদের হাতে গিয়া পড়ে;—একজন হয় ভূমির মালিক, আর একজন হয় পথের কাঙ্গাল! কিন্তু ভূমি গেলেও ক্ষুধা যায় না;—তাই নিঃস্বেরা আবার বর্গাদার হইয়া জমিতে লাঙ্গল চালায়। কিন্তু "পরের" জমি, এই মর্ম্মান্তিক ভাব তাহাদের মন হইতে যায় না; তাই কৃষিকার্য্যেও একাগ্রতা, আগ্রহ বা উন্নতি করিবার ইচ্ছা আসে না; ফলে ফসলও তেমন ফলে না, অভাবে ঋণের দায় বাড়িয়াই চলে।

বাঙ্গালী চাষীর আয়-ব্যয়ের হিসাব

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ করিয়া বলিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি। বাংলার,—তথা ভারতের—কৃষক সম্প্রদায়ের ঋণের আয়তন, আয় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল হিসাবের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা-বিশেষ বা অঙ্কপাতগুলি একেবারেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নির্ভুল, আমি এরূপ মনে করি না। বস্তুতঃ, এরূপ মনে না করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এ বিষয়ে একেবারে নির্ভুল হিসাব করিতে হইলে যেরূপ বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান এবং গবেষণা করা আবশ্যক, ভারতবর্ষে এ যাবৎ তাহার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা বাধ্য হইয়াই কতকগুলি বিষয়ে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া করিতে হইয়াছে। আমি যে এই সকল হিসাবের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহার মূল উদ্দেশ্য কেবল আপনাদিগকে চাষীদের অসহনীয় ঋণভার সম্বন্ধে একটি বাস্তব ধারণা করিয়া লইতে সহায়তা করিবার জন্য। এ বিষয়ে আমাদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা থাকিলেও ইহার ভয়াবহ মূর্ত্তির সহিত আমাদের অনেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। আমার উল্লিখিত হিসাবগুলির বিন্যাস কেবল এই বাস্তব পরিচয়ের জন্যই করা হইয়াছে।

ঋণের উৎপত্তি

এ দেশের কৃষকদিগের ঋণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, এই সমস্যার আশু কোন সমাধান করিতে না পারিলে চাষীদিগকে রক্ষা করিবার কোন উপায় থাকিবে না। কিন্তু সমাধানের পথ খুঁজিয়া বাহির করিবার আগে, একবার কি কি কারণে তাহাদের ঋণের বোঝা এত ভারী হইল, তাহার সহিত পরিচয় থাকা দরকার। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটির রিপোর্ট এবং অন্যান্য পুস্তকে এই বিষয়ের বিশদ আলোচনা রহিয়াছে বলিয়া আমি এই সব বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি করিব না। আমি এ সম্বন্ধে কেবল দুই একটি কথা বলিতে চাই।

পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঋণের জন্যই যে বর্ত্তমানে চাষীদের ঋণের বোঝা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত দুর্ব্বহ হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু একমাত্র ইহাকেই যদি চাষীদের ঋণের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী করা হয়, তাহা হইলে অত্যুক্তি করা হইবে। কারণ, এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যেখানে পূর্ব্বপুরুষ-কৃত ঋণের পরিমাণ খুব বেশী না থাকা সত্ত্বেও, স্বকৃত ঋণের দায়ে চাষীর যথা-সর্ব্বস্ব লোপ পাইয়াছে। চাষীরা যে ঋণ করে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, বীজ বপন হইতে ফসল বিক্রয়ের টাকা পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বহু মাস, এমন কি বৎসরাবধি অপেক্ষা করিতে হয়। কৃষিকার্য্য পরিচালন এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য অর্থের আবশ্যক, সুতরাং ঋণ-গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী।

অনেকের মুখেই শোনা যায় যে, চাষীরা অমিতব্যয়ী, এবং এই অমিতব্যয়িতাই তাহাদের ঋণের কারণ। চাষীরা যে সময় সময় অযথা খরচ করে, এবং সময় সময় যে তাহারা অযথা

অমিতব্যয়িতা ও কৃষি-ঋণ

মামলা-মোকদ্দমা করিয়া টাকার অপব্যয় করে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে ১৮৭৫ সালে 'ডেকান কমিশন' এবং ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-তদন্ত কমিটি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমার মতে তাহা অনেকাংশে সত্য। অমিত-ব্যয়িতার ফলে, অথবা মামলা-মোকদ্দমা করিবার জন্য চাষীরা যে পরিমাণ ঋণ করে, তাহাদের মোট দেনার তুলনায় তাহা খুব বেশী নহে। এ দেশে বহুল পরিমাণে শিক্ষার প্রচলন হইলে এবং যত্নসহকারে সঞ্চয় শিক্ষার জন্য প্রচার কার্য্য চালাইবার ফলে চাষীদের এই সব দোষ, অর্থাৎ অমিতব্যয়িতা, সামাজিক আড়ম্বর, মামলা-মোকদ্দমার প্রবৃত্তি সবই কমাইয়া দেওয়া সম্ভব। কিন্তু তাহা হইলেই যে চাষীরা ভবিষ্যতে আর ঋণ করিবে না, তাহা নহে; কারণ এই গুলিকে কিছুতেই তাহাদের ঋণের একমাত্র কারণ বলা যায় না। অবশ্য তাই বলিয়া চাষীদের এই প্রবৃত্তি দমন করিবার জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিবার প্রয়োজন নাই, আমি এ কথা বলি না; বরং যাহাতে এই সকল কারণে চাষীদের ঋণের বোঝা অযথা ভারী না হয়, সে চেষ্টাও আমাদের করা উচিত। এ সম্বন্ধে আমার

স্থূল বক্তব্য এই যে, চাষীরাও মানুষ; সভ্যতার ও শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে তাহাদের এই অমিতব্যয়িতার প্রবৃত্তি কমিয়া গেলেও সম্পূর্ণভাবে নির্ম্মূল হইবে না। বর্ত্তমানে ঋণ-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করিতে হইলে আমাদিগকে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট একটা ধারণা করিতে হইবে। পূর্ব্বপুরুষকৃত ঋণের বোঝা যথা সম্ভব কমাইয়া দিতে হইবে; বীজ বপন হইতে ফসল বিক্রয়ের সময় এই দীর্ঘ কালের জন্য কৃষকদিগকে অল্প সুদে টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে; তাহাদের অবসর সময়ে যাহাতে কুটীর শিল্প কিংবা অন্য কোনও উপায়ে তাহারা অতিরিক্ত কিছু উপার্জ্জন করিতে পারে এবং চাষের উন্নতির প্রচেষ্টায় সহায়তা করিবার জন্য যাহাতে তাহারা অল্প সুদে টাকা ধার লইতে পারে, আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাষীরা সারা বৎসর পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করে, তাহার একটি পয়সাও তাহাদের হাতে উদ্বৃত্ত থাকে না; থাকিতে পারেও না। জীবন ধারণের পক্ষেই তাহাদের আয় যথেষ্ট নহে; আয় বাড়াইবার মত জোত-জমিও তাহাদের যথেষ্ট নাই; বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের উন্নতি বিধান করিবার পথও তাহাদের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। অল্প সুদে টাকা ধার পাইবার পক্ষেও বর্ত্তমানে তাহাদের বিশেষ সুবিধা নাই। পূর্ব্বকৃত ঋণের সুদ দিয়াই তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে; বস্তুতঃ অনেক সময় এই সুদের টাকাও তাহারা দিতে পারিতেছে না। কাজেই এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহার ফলে এক দিকে যেমন তাহাদের আয় বাড়িবে, অন্য দিকে তাহারা চাষের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল টাকাই অল্প সুদে ধার পাইবে।

কৃষি ঋণ সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। অনেকের মনে এইরূপ একটি ধারণা বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, ঋণের উপর ধার্য্য সুদের পরিমাণ কমাইয়া দিলে অদূরদর্শী চাষীরা দেনার পরিমাণ বাড়াইবার জন্য উৎসাহিত হইবে; এবং ফলে সুদের পরিমাণের হ্রাসই ঋণ-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। এরূপ ধারণা স্থানকালপাত্র-নির্ব্বিশেষে ভ্রান্ত না হইলেও ইহা সর্ব্বতোভাবে সত্য নহে। অন্ততঃ উচ্চহারে সুদ বাঁধিয়া রাখিবার পক্ষে ইহা কিছুতেই সঙ্গত যুক্তি হইতে পারে না উচ্চ সুদের হারের মারাত্মক ফলাফল সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি; নিম্নতর সুদের হারের বিপদ সম্বন্ধে আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, ইহা একেবারে অনিবার্য্য নহে। নিম্নতর হারে যে কর্জ্জ দেওয়া হইবে, তাহা উৎপাদন-সহায়ক কার্য্যে নিয়োজিত হইবে কিনা, এবং চাষীদের নিয়মিত আয় হইতে তাহারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই ঋণ শোধ করিতে পারিবে কিনা, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া ঋণ-দানের ব্যবস্থা করিলেই আসন্ন বিপদ অনেক পরিমাণে নিবারণ করা যাইতে পারে। ঋণদান-সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহাদের নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্যও এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

সুদের হার ও দেনার পরিমাণের পরস্পর সম্বন্ধ

ঋণদানের বর্ত্তমান ব্যবস্থা

এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, আশাকরি তাহা হইতেই আপনারা ঋণের দায়ে আবদ্ধ চাষীদের দুরবস্থার কারণ সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। এখন দেখা যাক, আমাদের দেশে চাষীদিগকে ধার দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা বর্ত্তমান আছে। ৯০০ কোটি টাকা ঋণ তাহারা কোথা হইতে এবং কিরূপে সংগ্রহ করিয়াছে, সে বিষয়েও একটু আলোচনা করা দরকার। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই ৯০০ কোটির মধ্যে কতকাংশ প্রকৃত পক্ষে কৃষি-ঋণ,—অর্থাৎ অল্পকালের জন্যই হউক বা দীর্ঘকালের জন্যই হউক, চাষীরা প্রকৃতপক্ষে চাষের উন্নতির জন্য এই টাকা ধার করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, সমগ্র ভারতে ৯০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৩০০ হইতে ৪০০ কোটি টাকা চাষীরা অল্পকাল (Short) বা অনতি দীর্ঘকাল (Intermediate) স্থায়ী কর্জ্জ রূপে ধার করিয়াছে। উদ্বৃত্ত অন্ততঃ ৫০০ কোটি টাকা দীর্ঘকালস্থায়ী কর্জ্জ বুঝিতে হইবে। বাংলা দেশে এই দুই প্রকার কর্জ্জের পরিমাণ যথাক্রমে ৩৮ কোটি এবং ৬২ কোটি বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

এই পরিমাণ টাকার ঋণ বর্ত্তমানে মহাজন, ঋণদান-সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিতেছে। আপনারা সকলেই জানেন যে, অনেক স্থানে সমবায়-সমিতিগুলি চাষীদের অল্প সুদে টাকা ধার দিতেছে। কিন্তু এখনও এমন অনেক গ্রাম আছে, যাহার ত্রিসীমানায় কোনও সমবায়-সমিতি নাই; বস্তুতঃ এমন অসংখ্য চাষী আছে, যাহারা কোন দিন এই সব সমিতির নামও শুনে নাই। দুই একটি তথ্য হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র ৭৮ হাজার সমবায়-সমিতি ছিল। তন্মধ্যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলি বাদ দিলে চাষীদের জন্য প্রতিষ্ঠিত সমিতির সংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার; ইহাদের কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ৩০ কোটি টাকা। বাংলাদেশে ঐ তারিখে ১৯ হাজার সমবায় সমিতি প্রায় ৫ কোটি টাকা কার্য্যকরী মূলধনের সাহায্যে চাষীদিগের চাষের উন্নতির জন্য টাকা ধার দিতেছিল। যেখানে পূর্ব্বোক্ত কৃষি-ঋণের মোট পরিমাণ ৩৮ কোটি টাকা এবং প্রতি বৎসর চাষের জন্য বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটির নির্দ্ধারণ অনুসারে অন্ততঃ পক্ষে ৯৬ কোটি টাকা আবশ্যক হয়, সেখানে এই ৫ কোটিতে কি হইবে? লোক-সংখ্যা হিসাব করিলেও দেখা যাইবে যে, বাংলাদেশের চাষীদের অতি অল্পসংখ্যাই এ পর্য্যন্ত সমবায়-সমিতির সভ্য হইয়াছে। বাংলা দেশের ৬০ লক্ষ চাষী পরিবারের মধ্যে মাত্র ৪½ লক্ষ ছাড়া আর কেহ সমবায়-সমিতি হইতে সাহায্য পায় না। গড়্‌পড়্‌তা হিসাবে ৫টি গ্রামে একটি করিয়া সমবায়-সমিতি আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বাংলার চাষীদের পুঞ্জীভূত ঋণের জন্য যে বিপুল অর্থের

সমবায় ঋণদান-সমিতির প্রসার ও সঙ্গতি

প্রয়োজন, তাহাতে বর্ত্তমান সমবায়-সমিতিগুলি তাহার অতি সামান্য অংশই সরবরাহ করিতে সক্ষম।

সমবায়-সমিতিগুলির সাহায্য ছাড়া চাষীদের আর একটি উপায়েও টাকা ধার করিবার সুবিধা আছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট Land Improvement Loans Act এবং Agriculturists' Loans Act নামে দুইটা আইন পাশ করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট নিজ নিজ এলাকায় চাষীদিগকে প্রয়োজনমত জমির উন্নতির জন্য কিংবা দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি বিপদের সময় যাহাতে টাকা ধার দিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই দুইটি আইন পাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই আইনের সহায়তায় চাষীদের এ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু সুবিধা হয় নাই, তাহা আপনারা জানেন। ১৯২৮-২৯ সালে বাংলা দেশের চাষীরা Agriculturists' Loans Act অনুসারে মাত্র ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা পাইয়াছিল। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাই সবচেয়ে অধিক টাকার পরিমাণ,—অর্থাৎ অন্যান্য বৎসর ইহা অপেক্ষাও অনেক কম টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি লাগিয়াই আছে; ইহার জন্য চাষীদিগকে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, তাহার তুলনায় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে যে পরিমাণ টাকার সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা নিতান্তই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। Land Improvement Loans Act পাশ হওয়ার জন্যও বাংলার চাষীদের কার্য্যতঃ কোনও সুবিধা হয় নাই। বাংলা দেশে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৯২৬ সালেই সব চেয়ে বেশী টাকা পাওয়া গিয়াছিল; কিন্তু আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন যে, সেই বৎসরেও বাংলার চাষীরা তাহাদের জমির উন্নতি করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাত্র ৯৩ হাজার টাকা পাইয়াছে,—তাহার বেশী নয়! বঙ্গীয় ব্যাঙ্কিং কমিটি যে বলিয়াছেন "the Act is almost a dead letter throughout Bengal"—ইহা খুবই খাঁটি কথা।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঋণ সরবরাহের পরিমাণ

গভর্ণমেণ্ট আর একটি উপায়ে চাষীদের সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯১৮ সালে Usurious Loans Act নামে একটি বিশেষ আইন পাশ হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে সুদখোর মহাজনেরা অপরিমিত সুদ আদায় করিতে না পারে,—তাহার ব্যবস্থা করা। কিন্তু যাঁহারা এই বিষয়ে সংবাদ রাখেন, তাঁহারা জানেন যে, এই আইনের উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণেও সফল হয় নাই। মহাজনেরা অনেক স্থলে পূর্ব্বের ন্যায় অসঙ্গত সর্ত্তেই বিলক্ষণ টাকা ধার দিতেছেন। গভর্ণমেণ্ট উক্ত আইন পাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার যথেষ্ট প্রয়োগ না হইবার দরুণ চাষীদিগের বিশেষ কোন সুবিধা হইতেছে না।

সুদের হার কমাইবার চেষ্টা

সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, ব্যাপক ভাবে সমবায় ঋণদান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বিষয়ে চাষীদিগের দুরবস্থা দূর করা যাইবে; কিন্তু সে আশা সফল হয় নাই।

মহাজন কর্ত্তৃক ঋণ সরবরাহের পরিমাণ

অগণিত চাষী তাহাদের চাষের কাজের জন্য, দৈনন্দিন খরচের জন্য, এবং দুর্ভিক্ষ,বন্যা প্রভৃতি দুর্বিপাক হইতে বাঁচিবার জন্য প্রধানতঃ মহাজনদের নিকটই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, এবং চড়া হারে সুদ আদায় করিলেও এই মহাজনগণই তাহাদিগকে টাকা ধার দিয়া সাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু যখন দেনা শোধ করিবার সময় উপস্থিত হয়, কিংবা যখন সুদ দিবার তাগিদ আসে, তখন চাষীরা একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে।

ভারতীয় চাষীদের ঋণ সংগ্রহের বর্ত্তমান ব্যবস্থার ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। সমবায়-সমিতিগুলি সংখ্যায় অল্প এবং উহাদের যথেষ্ট টাকাও নাই; মহাজনেরা ঋণের টাকা যোগাইতেছেন বটে, কিন্তু তাহার উপর অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক হারে সুদ আদায় করিতেছেন,—যাহা হয় ত অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদারের পক্ষে পরিশোধ করা সাধ্যাতীত। দেনা শোধ করিবার জন্য ইঁহাদের নিকট কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার সুবিধাও চাষীরা পাইতেছে না।

বিদেশে কৃষি-ঋণের ব্যবস্থা

ভারতীয় কৃষকের ঋণ-সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, অন্য দেশে কি কখনও এইরূপ অবস্থার উদয় হয় নাই;—হইয়া থাকিলে তাহারা সে জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছে? অন্য কোন দেশ এ সম্বন্ধে এমন কোনও উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি, যাহা আমাদের সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়তা করিতে পারে?

ভারতীয় কৃষি-ঋণ সমস্যার বৈশিষ্ট্য

আমার মনে হয় যে, আমাদের দেশে কৃষি-ঋণ সমস্যার যেরূপ আকার এবং প্রকার, তাহাতে অন্য দেশ হইতে ভারতবর্ষের যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। এই সব দেশে আমাদের দেশের মত চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ স্তূপীকৃত হইয়া তাহাদের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলে নাই।—কি উপায়ে চাষের উন্নতিকল্পে চাষীরা অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য সহজে এবং অল্প সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহাই এই সকল দেশে কৃষি-ঋণ বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল; এবং এখন প্রায় সকল উন্নত দেশেই ইহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইতেছে। যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী প্রভৃতি কোন কোন দেশে এই সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিশেষ সফলতাও লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবসা-মন্দার জন্য কৃষক ও ব্যবসায়ীগণের যে আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহার বিপত্তি নিবারণ করিবার জন্যও কোন কোন দেশে সাময়িক ব্যবস্থা করিবার উদ্যোগ করা

হইয়াছে। এই প্রকার কৃষকদিগের ভবিষ্যৎ ঋণ-সংগ্রহ ব্যবস্থা ও সাময়িক সঙ্কট নিবারণ বিষয়ে আমরা অন্যান্য দেশ হইতে অনেক প্রেরণা পাইতে পারি। কিন্তু আমাদের দেশে চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ, যাহা ক্রমশঃ জমা হইয়া বিপুলাকার ধারণ করিয়াছে, তাহা পরিশোধ করিবার জন্য অন্য দেশের দৃষ্টান্ত হইতে কোন বিশেষ পথের সন্ধান পাওয়া যাইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে যে সকল দেশের কথা আমাদের মনে স্বভাবতঃই উদয় হইবে, আমি এরূপ দু'একটি দেশের কৃষি-ঋণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।

প্রথমেই অনেকাংশে ভারতবর্ষের তুল্য দেশ, চীনদেশের কথাই ধরা যাক। সেখানে শতকরা ৮৫ জন লোক কৃষি-জীবী, আমাদের দেশ হইতে অনেক বেশী। সেখানেও চাষীরা আমাদের দেশের চাষীদের মতই ঋণের জ্বালায় অহর্নিশি অস্থির হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে এ পর্য্যন্ত এ সমস্যা সমাধানের কোন উপায়ই উদ্ভাবিত হয় নাই। এক হিসাবে বলা যায় যে, সেখানকার চাষীদের ভাগ্য আমাদের দেশের চাষীদের ভাগ্য অপেক্ষাও হীন। সেখানে জয়েন্ট-ষ্টক্ ব্যাঙ্কই বলুন, আর সমবায় ঋণদান-সমিতিই বলুন, সবই আমাদের দেশ অপেক্ষাও কম প্রসার লাভ করিয়াছে। কাজেই এই দেশের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা বিশেষ কিছু উৎসাহ বা প্রেরণা পাইতে পারি না।

চীনদেশের ঋণ-দান ব্যবস্থা

তারপর ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলির কথা ধরুন; সেখানে একেবারে বিপরীত অবস্থা। 'চাষীর ঋণ' বলিয়া তাহাদের কোন এক বিশেষ সমস্যা নাই বলিলেও চলে। চাষের উন্নতির জন্য অবশ্য সব দেশে একই রকম ঋণ-দানের ব্যবস্থা নাই, এবং এ উদ্দেশ্যে সব দেশেই যে চাষীরা প্রয়োজন মত সম্পূর্ণ টাকা ধার করিতে পারে, তাহাও নহে। কিন্তু সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, যাহাতে চাষীদের এই সব অসুবিধা দূর হইয়া যায়। কিন্তু প্রায় কোন দেশেই চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ কিছুই নাই,—কিংবা থাকিলেও তাহা এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশের মত স্তূপীকৃত হয় নাই, এবং এই কারণে ইহার সমস্যাও এখন পর্য্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে নাই। এই সমস্ত দেশের দৃষ্টান্ত হইতে আমরা ভবিষ্যতে ভারতীয় কৃষক কি উপায়ে অল্প বা দীর্ঘকালের জন্য অল্প সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, এবং কি উপায়ে তাহা সহজে শোধ করিতে পারে, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারি। কিন্তু চাষীদের স্তূপীকৃত ঋণের ভার কমাইবার জন্য এই সব দেশে এ পর্য্যন্ত এমন কোনও ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, যাহাকে আদর্শ মানিয়া আমরা এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে গ্রহণ করিতে পারি।

ইউরোপ ও আমেরিকা

কৃষকদের সাময়িক অর্থ-সঙ্কট নিবারণের জন্য আমি পূর্ব্বে যাহা উল্লেখ করিয়াছি,

ইদানীং অষ্ট্রেলিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রে সেই বিষয়ে কতকগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া (Western Australia) প্রদেশে গত বৎসর আগষ্ট মাসে Mortgagees' Rights Restriction Act নামে একটি বিশেষ আইন পাশ করা হয়। ইহার উদ্দেশ্য, বন্ধকী দেনার পাওনাদার-গণ যাহাতে অযথা দেনাদারগণের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা। এই আইনের দ্বারা সর্ব্বোচ্চ আদালতের হুকুম ছাড়া পাওনাদারগণের পক্ষে দেনাদারগণের নিকট বন্ধকী দেনার টাকা দাবী করা, কিংবা দেনার টাকা আদায়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা,—ডিক্রিজারী করা কিম্বা বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে ডাকিয়া কিনিয়া লওয়া ইত্যাদি কার্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সর্ব্বোচ্চ আদালত যাহাতে যথেচ্ছভাবে কোন রায় না দেন, এবং তাঁহারা যাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন,—সে জন্য তাঁহাদের উপর নিম্নরূপ অনুশাসনের ব্যবস্থা আছে। কোনও পাওনাদার দেনাদারের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবার জন্য আদালতের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে আদালত কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে বাধ্য থাকেন, যথা ঃ—

অষ্ট্রেলিয়ার চাষীদের সাময়িক অর্থ সঙ্কট ও তাহা নিবারণের বিশেষ ব্যবস্থা

(১) বন্ধকী সম্পত্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে কিনা (২) দেনাদার তাহার নিজস্ব টাকা হইতে কিম্বা অন্য কোথাও হইতে অল্পসুদে টাকা ধার করিয়া ঋণ শোধ করিতে পারে কিনা (৩) পাওনাদারকে প্রার্থিত অনুমতি না দিলে তাহার শীঘ্র কোনও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা (৪) অনুমতি দিলে দেনাদারকে অতিরিক্ত কোন চাপ দেওয়া হইবে কিনা (৫) বর্ত্তমান পৃথিবীব্যাপী আর্থিক দুর্গতির জন্য দেনাদারের পক্ষে পাওনাদারের টাকা মিটাইয়া দেওয়া খুবই কষ্টদায়ক হইয়া পড়িয়াছে কিনা, ইত্যাদি। যদি আদালত এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া বুঝিতে পারেন যে, পাওনাদারকে প্রার্থিত অনুমতি দিলে দেনাদারের পক্ষে কোন বিশেষ অসুবিধা হইবে, তাহা হইলে তাঁহারা এইরূপ অনুমতি দিবেন না; এবং যখন তাঁহারা এইরূপ অনুমতি দিবেন, তখনও অবস্থা বিশেষে এমন কতকগুলি সর্ত্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন, যাহার ফলে দেনাদারগণের প্রতি কোনরূ অবিচার হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকিবে না;—উক্ত আইনে এইরূপ বিধি-নির্দ্দেশও আ

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার এই আইনের অনুকরণে অষ্ট্রেলিয়ার অন্যান্য প্রদেশেও দেনাদারদিগের দায় লাঘব করিবার উদ্দেশ্যে গত বৎসর কয়েকটি আইন পাশ করা হইয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ ট্যাস্‌মেনিয়ার নাম করিতে পারি। সেখানেও পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার Mortgagees' Rights Restriction Actএর অনুরূপ একটি আইন পাশ করা হইয়াছে। উপরন্তু কোনও বন্ধকী দেনার সুদ যাহাতে পাউণ্ড-প্রতি ৪½ শিলিংএর বেশী না হয়,

সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নিউ সাউথ ওয়েলস্‌এ গত অক্টোবর মাসে Moratorium Act এবং Interest Reduction Act নামে দুইটি আইন পাশ করা হইয়াছে। প্রথম আইনের ব্যবস্থায় চাষীদের অবস্থা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত মহাজনেরা আদালতের বিশেষ হুকুম ছাড়া দেনাদারে নিকট দেনা বাবদ আসল কিংবা সুদ কিছুই দাবী করিতে পারিবে না; অবশ্য আদালতও যাহাতে এই সম্বন্ধে রায় দিবার পূর্ব্বে, চাষীরা সত্যই দেনার কিস্তি দিতে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে কি না, এবং তাহাদিগকে এই ভাবে সুবিধা দিবার ফলে বন্ধকী জমির বাজার-দর অদূর ভবিষ্যতে কমিয়া যাইবার দরুণ শেষ পর্য্যন্ত মহাজনদের ক্ষতি হইতে পারে কি না, এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেন,—এই আইনে এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। দ্বিতীয় আইনের উদ্দেশ্য সকল প্রকার দেনার সুদের হার কমাইয়া দেওয়া। দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতেও ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেখানে গত ডিসেম্বর মাসে Mortgagor's Relief Act নামে একটি আইন পাশ করা হইয়াছে। এই আইনে আগামী ২ বৎসরের মধ্যে দেনাদারগণের উপর যাহাতে ঋণ পরিশোধের চাপ না দেওয়া হয়, তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ম্যানিটোবার বিশেষ আইন

গত বৎসর কানাডার অন্তর্গত ম্যানিটোবা প্রদেশেও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের অনুরূপ আইন পাশ হইয়াছে। এই আইনের উদ্দেশ্য দেনাদার এবং পাওনাদারদিগের মধ্যে মোট পাওনা টাকা সম্বন্ধে একটা আপোষ-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। যদি কোনও কারণে পরস্পরের সহিত আপোষ বন্দোবস্ত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে Debt Adjustment Commissioner নামক কর্ম্মচারীর উপর এই বিষয়ে তদন্ত করিয়া একটা যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা করিয়া দিবার ভার দেওয়া হইয়াছে; এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত যাহাতে বলবৎ হয়, আইনে এইরূপ বিধানও করা হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি কোনও কারণে দেনার দায়ে বিড়ম্বিত বোধ করিলে, সে দায় হইতে আংশিকরূপে রেহাই পাইবার জন্য উক্ত কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারে, এবং দেনাদার ও পাওনাদার পরস্পরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া কমিশনার যাহা সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে,—অর্থাৎ অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে আর কোনও আপীল চলিবে না, উক্ত আইনে এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এইরূপ অসাধারণ ব্যবস্থা চিরকালস্থায়ী হইতে পারে না। টাকা ধার লইবার কিছু দিন পরেই যদি দেনাদার তাহার আর্থিক দুরবস্থার দোহাই দিয়া দেনার পরিমাণ কমাইয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কোনও মহাজনই বিশ্বাস করিয়া কাহাকেও টাকা ধার দিতে সাহস করিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান বাজার মন্দার জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় কানাডাতেও দেনাদারগণের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছে, এবং এইরূপ একটী বিশেষ ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে,—কেবল এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ম্যানিটোবার গভর্ণমেণ্ট

এইরূপ আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এজন্য ব্যবসা-মন্দার তীব্রতা শীঘ্রই কমিয়া যাইবে, এইরূপ আশা করিয়া যাহাতে ১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিলের পর এই আইন বলবৎ না থাকে, এবং উপরোক্ত Debt Adjustment Commissioner-এর কোনও সিদ্ধান্তের মেয়াদ আগামী বৎসরের ১লা এপ্রিল উত্তীর্ণ না হইয়া যায়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, কানাডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, আমাদের দেশে ঠিক সেই প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই আমাদের কৃষি-ঋণ সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবে না। অষ্ট্রেলিয়ায় কেবলমাত্র সাময়িক বিপত্তি নিরাকরণ করিবার জন্যই এই সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ দেশের চাষীদের ঋণের অবস্থা সাধারণতঃ খারাপ নহে; এবং তাহাদের ঋণের বোঝাও অসহনীয় নয়। সম্প্রতি তাহাদের যে দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের ফল। কিন্তু আমাদের দেশে এই আর্থিক সঙ্কটের জন্য চাষীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত খারাপ হইলেও, কোনও কালেই তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল না। তাহাদের ঘাড়ে বহুদিন যাবৎ দুর্ব্বহ ঋণের বোঝা চাপিয়া রহিয়াছে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার চাষীদের সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় না। কাজেই একটি সাময়িক সমস্যার সমাধানের জন্য যে ব্যবস্থার সার্থকতা আছে, তাহা কোন স্থায়ী সমস্যার মীমাংসার পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয় না।—তারপর যে কারণে অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেরূপ কারণ আমাদের দেশে এখনও ব্যাপকভাবে দেখা দেয় নাই। অষ্ট্রেলিয়ায় মহাজনগণ বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্কটের সুযোগ লইয়া অক্ষম দেনাদারগণের সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করিয়া টাকা আদায়ের জন্য পীড়ন করিতেছিল। এই অবস্থা হইতে দেনাদারদিগকে রক্ষা করিবার জন্য উক্তপ্রকার আইন করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশের মহাজনগণ অক্ষম দেনাদারদিগের সম্পত্তি হস্তগত করা কিংবা নালিশ, ক্রোক, নিলামাদি দ্বারা টাকা আদায়ের চেষ্টা করিয়া দেনাদারদিগকে বিশেষভাবে পীড়ন করিতেছে,—এইরূপ অবস্থা বহুল পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার এই ব্যবস্থাগুলির অনুরূপ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের কৃষকদিগের সাহায্যের জন্য প্রয়োগ করা কোন সময়েই প্রয়োজন হইবে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার কারণ নাই। ভারতীয় কৃষি-ঋণের মূল সমস্যা সমাধান যে সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহা বলা বাহুল্য। সে সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা কার্য্যকরী হইতে যে সময় উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে চাষীদের পুঞ্জীকৃত ঋণের বোঝা আরও অসহনীয়রূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি এরূপ অবস্থা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে কিংবা পাওনাদারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে কর্জ্জের টাকা আদায়

অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার সহিত ভারতবর্ষের অবস্থার পার্থক্য

করিবার উদ্দেশ্যে জুলুম করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়ার মত আমাদের দেশেও বিশেষ ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন হইবে।

ভারতীয় ঋণ-সমস্যার সমাধানের পথ

ভারতীয় কৃষকের ঋণ-সমস্যায় তিনটি প্রশ্ন আছে। এ কথা আমি পূর্ব্বে যথাস্থানে বলিয়াছি; এখন সেগুলিকে একত্র করিয়া উপস্থিত করিব। প্রথম প্রশ্ন এই যে, কি উপায়ে অদ্যাবধি পুঞ্জীভূত ঋণ-ভার হইতে কৃষক নিষ্কৃতি পাইতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্ন, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে সে এখন হইতে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যের জন্য আবশ্যকীয় ঋণ তাহার সম্পত্তি এবং আয়ের অনুপাতে অল্প সুদে এবং অনায়াসে পাইতে পারে? তৃতীয় প্রশ্ন, কিরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহার কৃষি-সঞ্জাত এবং অন্য প্রকার আয় হইতে তাহার পক্ষে সকল প্রকার ঋণ পরিশোধ করা সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে? এই তিনটি প্রশ্নের উত্তরেই আমাদের আলোচ্য সমস্যার সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

ভারতীয় ঋণ সমস্যার প্রকৃত স্বরূপ

এ বিষয়ে অনেকে এইরূপ মনে করেন, এবং অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, দেনাদার কৃষকদিগকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদিগকে মহাজনের দেনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিবার ক্ষমতা (ইংরাজিতে যাহাকে Debt Repudiation বলে) দিতে হইবে। আমি এই প্রকার পন্থা অবলম্বন করা দেশের পক্ষে পরম অকল্যাণ ও অনিষ্টকর বলিয়া মনে করি। এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে অতঃপর আর কেহই টাকা আদান প্রদান ব্যাপারে আস্থা রাখিতে ভরসা পাইবে না। অথচ এই অবস্থার উপরেই আমাদের কৃষিকার্য্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্য সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা সত্য যে, এমন অনেক মহাজন আছেন, যাঁহারা দেনাদারদের উপর যথার্থই নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া থাকেন। কিন্তু কেবলমাত্র ইহাদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যদি দেনা অস্বীকারের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে যে সকল বিবেচক মহাজন রহিয়াছেন, তাহাদের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করা হইবে। তাহাদের দেনাদারগণ যে সকলেই অসমর্থ, এমন নয়। অনেকের হয় ত নিয়মিতভাবে দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যও রহিয়াছে। এই প্রকার দেনাদারগণকে ঋণ হইতে এই ভাবে অব্যাহতি দিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারেনা। তাহা ছাড়া এইরূপ ব্যবস্থায় আমাদের দেশে মহাজনদের প্রতি ঘোর অবিচার করা হইবে। তাহাদের দেনাদারগণ যে সকলেই অসমর্থ, এমন নয়। অনেকের হয়ত নিয়মিতভাবে দেনা পরিশোধ করিবার ক্ষমতা এবং আর্থিক অবস্থার স্বাচ্ছন্দ্যও রহিয়াছে; এই প্রকার দেনাদারগণকে ঋণ হইতে এই ভাবে অব্যাহতি দিবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকিতে পারেনা।

চাষীদিগকে দেনার দায় হইতে সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই দেওয়ার অযৌক্তিকতা

তাহা-ছাড়া এইরূপ ব্যবস্থায় আমাদের দেশে মহাজনদের প্রতিও ঘোর অবিচার করা হইবে। কারণ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ সুদের দাবী করিয়া এবং অন্য প্রকারে চাষীদের নিপীড়িত করিলেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এখন পর্য্যন্ত আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে সমবায় ঋণদান-সমিতি, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক কিংবা অন্য কোন প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত না হইবার দরুণ চাষীদিগকে তাহাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সমস্ত টাকাই এই সব মহাজনেরা স্মরণাতীত কাল হইতে ধার দিয়া আসিয়াছেন। সমবায়-সমিতি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি অল্প দিন হইল প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; ইহাদের সংখ্যা ও কর্জ্জ দিবার ক্ষমতাও খুব বেশী নহে। এরূপ অবস্থায় মহাজনদের সহায়তা কোন মতেই তুচ্ছ করা যাইতে পারে না। চাষীদের বিরাট দেনার কতকাংশ সামাজিক আড়ম্বর প্রভৃতিতে খরচ করিবার জন্য চাষীদের জীবনের অনেক আনন্দের খোরাক ইঁহারাই যোগাইয়াছেন, এবং ইঁহারা সহজেই সমাজের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন। অত্যাচারী মহাজনদের ব্যবহার সম্বন্ধে যথাযথ আইন পাশ বা অন্য কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা করিলে দেনাদারগণ রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, মহাজন ভাল হইলেই যে দেনাদারের অবস্থা সমস্যামূলক হইবে না বা তাহাকে সাহায্য করিবার দরকার থাকিবে না, এমন নয়। বস্তুতঃ মহাজন নির্ব্বিশেষে অনেক চাষীই তাহাদের ঋণের দুশ্চিন্তায় সমভাবে জর্জ্জরিত হইয়েছে। তাহাদের রক্ষা করিবার জন্য এখনই ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনও রহিয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য কোন একটানা ব্যবস্থা করিলে চলিবে না, কারণ সকল চাষীরই সমস্যা একরূপ নহে। এ সম্বন্ধে সকল পক্ষের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমি আলোচ্য সমস্যা সমাধানের পন্থার যাহা মূলনীতি হওয়া উচিত বলিয়া মনে করিয়াছি, তাহা তিনটি পৃথক সূত্রে জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রথমতঃ, যে সকল দেনাদার মহাজন কর্ত্তৃক অত্যাচারিত নহে, এবং তাহাদের স্ব স্ব ঋণের টাকা দিতে সমর্থ, তাহাদের ঋণ-সমস্যা সমাধানের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করিবার আবশ্যক হইবে না। তবে সুদের হার অতিরিক্ত হইলে তাহা নিয়ন্ত্রন করা বা অবস্থা-বিশেষে কিস্তিবন্দীতে দেনার টাকা শোধ করিবার সুবিধা তাহাদিগকে দিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, যে সকল দেনাদার সুদ ও আসল সমেত ঋণের সম্পূর্ণ টাকা দিতে সমর্থ নহে, অবস্থানুসারে তাহাদের এই ঋণের অংশ-পরিমাণ টাকা রেহাই দিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যে সকল দেনাদার ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে একেবারেই অসমর্থ,—প্রয়োজন এবং অবস্থা বিশেষে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিতে হইবে।

সমাধানের মূল নীতি

এই মূল নীতি অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাধানের ব্যবস্থা দিতে হইবে। এমন অনেক চাষী আছে, যাহারা তাহাদের নিয়মিত আয় হইতে তাহাদের

দেনা স্বচ্ছন্দে পরিশোধ করিতে পারে এবং করিতেছে। চাষের উন্নতির জন্য ভবিষ্যতে যাহাতে ইহারা অল্প সুদে এবং সুবিধাজনক সর্ত্তে টাকা ধার করিতে পারে, সে বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ চাষীর অবস্থা ইহাদের মত সচ্ছল নহে। এই প্রকার চাষীদের বাদ দিয়া অন্যান্য ঋণী চাষীদের ঋণের পরিমাণ এবং শোধ করিবার ক্ষমতার প্রকার ভেদে তাহাদিগকে তিনটি পৃথক শ্রেণী-ভুক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর চাষী আছে, যাহাদের মোট দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেকের কম হইলেও অত্যধিক সুদের হারের জন্য, এবং নিয়মিত আয়ের পরিমাণ দেনা শোধের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়াতে তাহাদের দেনা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আর এক শ্রেণীর চাষী আছে, যাহারা হয় ত কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী-ভুক্ত ছিল, এবং সময় মত দেনা শোধ করিতে পারে নাই বলিয়াই হয় ত তাহাদের দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেকের অনেক বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনই ঋণ-দান সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা করিলে ইহাদিগকে ঋণগ্রস্ততার চরম দুর্গতি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর চাষী এই দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে আরও এক ধাপ নীচে; তাহাদের দেনা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ এত বেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, দেনার তুলনায় এখন তাহাদের সম্পত্তির মূল্য একেবারে অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে,—অর্থাৎ যদি তাহাদের সম্পত্তি সমস্তই বিক্রয় করিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলেও তাহাদের দেনা সম্পূর্ণভাবে শোধ করা সম্ভব হইতে পারে না; কিম্বা যদি নেহাৎ শোধ করা সম্ভব হয়ও, তাহা হইলে সম্পত্তি বিক্রয়ের পর উদ্বৃত্ত কিছুই থাকিবে না।

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছেন যে এতক্ষণ আমি যে তিন শ্রেণীর চাষীদের কথা বলিয়াছি, তাহাদের মধ্যে একটা অলঙ্ঘনীয় শ্রেণী-বিভাগ করা যায় না। আজ যে প্রথম শ্রেণীতে আছে, কাল হয় ত সে-ই দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামিয়া যাইবে; আজ যে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছে, কাল তাহার পক্ষে তৃতীয় শ্রেণীতে নামিয়া যাওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। সময়মত একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে না পরিবার দরুণই যে চাষীদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং সময়মত আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে যে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শ্রেণীতে কোন চাষী থাকিবে না,—অর্থাৎ সকলেই যে তৃতীয় শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া পড়িবে, সে বিষয়ে আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের ঋণী কৃষকমাত্রই যে এই তিনটী পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হইবে,—অর্থাৎ এই তিন শ্রেণীর বাহিরে আর কোন কৃষক দেখা যাইবে না,—ইহাই আমার মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এই প্রকার শ্রেণী-বিভাগ যে আলোচ্য সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিবে, ইহাই আমি বলিতে চাই। এই শ্রেণী-বিভাগের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমার মতে আলোচ্য সমস্যার সমাধানের যাহা সব চেয়ে ভাল পথ বলিয়া মনে হইয়াছে, আপনাদের নিকট তাহা নিবেদন করিতেছি।

শ্রেণীভেদে পৃথক ব্যবস্থা

পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কৃষকদিগের ঋণ পরিশোধ বিষয়ে ব্যবস্থা দিবার পূর্ব্বে প্রথমেই ইহাদের ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। কেবল প্রথম শ্রেণীর জন্য নহে, বস্তুতঃ এই প্রকার অনুসন্ধান সকল শ্রেণীর কৃষকদের ঋণ সম্বন্ধেই করা আবশ্যক হইবে। অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হইবে পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করা। প্রথম শ্রেণীর কৃষকেরা অনেক ক্ষেত্রেই এই কাজ আপোষে নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এজন্য উক্ত শ্রেণীর কৃষকেরা স্ব স্ব পাওনাদারের সহিত একমত হইয়া মোট দেনার মধ্যে আসল ও সুদের পরিমাণ কত, তাহা যাচাই করিয়া দেখিবে। এরূপ ব্যবস্থায় দেনার টাকা অল্পকাল মধ্যেই পাইবার ভরসা পাইলে কোন কোন পাওনাদার সুদের দাবীর অংশ পরিমাণ রেহাই দিতেও প্রস্তুত থাকিবে। সে যাহা হউক, পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত হইয়া গেলে, পাওনাদার স্বভাবতঃই তাহার পাওনা টাকা দাবী করিতে চাহিবে। এই দাবী মিটাইয়া দিবার পদ্ধতি পাওনাদার ও দেনাদারের অবস্থার উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। ঋণ পরিশোধ বিষয়ে দেনাদারের দায়-স্বীকার এবং অবস্থা নির্ভর-যোগ্য হইলে অবস্থাপন্ন পাওনাদারগণ অনেক ক্ষেত্রেই দেনাদারদিগকে নির্দ্দিষ্ট কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে পাওনাদারগণ ঋণের টাকা দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া কিস্তিবন্দীতে লইতে অসমর্থ হইবে বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে, সেখানে পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করা সম্ভব হইলেও কার্য্যতঃ ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে সমস্যার সৃষ্টি হইবে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেনাদারের পক্ষ হইয়া আপাতঃক্ষেত্রে পাওনাদারের দাবী মিটাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে ব্যাপক ভাবে জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন হইবে। এই সকল জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক চাষীদের পক্ষ হইতে দেনার সমস্ত টাকা মহাজনদিগকে একসঙ্গে শোধ করিয়া দিবে, এবং পরে বাৎসরিক কিস্তিতে এই টাকা চাষীদের নিকট হইতে পনেরো হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম সুদে আদায় করিয়া লইবে।

(১) প্রথম শ্রেণীর চাষী

দেনার পরিমাণ আপোষে সাব্যস্ত করণ

মহাজনের দেনা পরিশোধ ও বন্ধকী-ব্যাঙ্কে ঋণের দাবীর হস্তান্তর

এজন্য যদি সম্ভব হয়, তাহা হইলে দেনাদার এবং পাওনাদারদের মধ্যে আপোষে সুদ সমেত মোট দেনার পরিমাণ এমন ভাবে কমাইয়া আনিতে হইবে, যাহার ফলে চাষীরা পরে তাহাদের আয় হইতে ক্রমে ক্রমে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের নূতন ঋণ সহজেই শোধ করিয়া দিতে পারে। তাহা না হইলে কেবলমাত্র পাওনাদার বদলই সার হইবে; প্রকৃতপক্ষে চাষীদের দেনার দায় কমিবে না। এই ভাবে সুদের হার কমাইবার পক্ষে মহাজনেরা যে খুব বেশী আপত্তি করিবেন, আমার তাহা মনে হয় না; কারণ সমস্ত টাকা ফিরিয়া পাওয়ার জন্য আশ্বস্ত হওয়ার দরুণ তাঁহারা সহজেই এইরূপ ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন। এইরূপ আশা করা যে অসঙ্গত নহে, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যে স্থলে পাওনাদারগণ এই প্রকার আপোষে দেনার দাবী কমাইয়া পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করিতে অস্বীকার করিবেন, তথায় দেনাদারের অনুরোধে আদালতকে বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা দিতে হইবে। এ বিষয়ে কোন নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বে আদালত মোট দেনা, আসল ও সুদের পরিমাণ, সুদের হার, দেনাদারের প্রতি পাওনাদারের ব্যবহার, উভয় পক্ষের আর্থিক অবস্থা, দেনাদারের আয়ের সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যথাযথ ব্যবস্থা দিবেন। সুদের মোট দাবী ও তাহার হার অতিরিক্ত বোধ হইলে তাহা কমাইয়া দিয়া মোট পরিশোধনীয় ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিবার ক্ষমতা আদালতের থাকিবে। এ বিষয়ে উক্ত প্রথম শ্রেণীর চাষীদের জন্য বর্ত্তমান Usurious Loans Act, যাহা এ পর্য্যন্ত খুব কার্য্যকরী হয় নাই, তাহা একটু বিশেষভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনেক সময়ই দেখা যায় যে, সুদের হার খুব বেশী থাকার দরুণ চক্রবৃদ্ধিহারে কয়েক বৎসরের মধ্যে মোট সুদের পরিমাণ আসল দেনা হইতে বেশী হইয়া গিয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ কমাইয়া, তাহা যাহাতে আসলের বেশী না হইতে পারে, সে জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। অবশ্য এইরূপ করিবার চেষ্টা করিলে অনেক সময় যে মহাজনেরা তাঁহাদের পুরাতন খত বদলাইয়া মূল ঋণের আসলের সহিত প্রাপ্য সুদের মোট পরিমাণ যোগ করিয়া চাষীদিগকে দিয়া নূতন খত লিখাইয়া লইতে পারেন, আমি তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু এ জন্য আইন পাশ করিবার সময় এই প্রকার প্রবঞ্চনা-মূলক ব্যবহার দমন করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয় বলিয়া আমি মনে করি। এই প্রকারে আদালত ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করিয়া দিলে ঋণের টাকা কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিবার সুবিধা দেওয়া হইবে কিনা, সে সম্বন্ধে আদালত পাওনাদারের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিবেন। যদি কোন-ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দীতে টাকা আদায় করিতে পাওনাদারের পক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে আদালত নির্দ্ধারিত ঋণের সম্পূর্ণ টাকাই এক যোগে দিবার জন্য ডিক্রী দিবেন। বলা বাহুল্য, এরূপ অবস্থায়ও জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহায়তা করিবার প্রয়োজন হইবে।

আদালতের বাধ্যতা-মূলক ব্যবস্থা প্রদান

এজন্য ঋণের টাকা জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক যাহাতে দেনাদারের সম্পত্তি বন্ধকের উপরে দিতে স্বীকৃত হয়, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আদালত ডিক্রী দিবেন। এরূপ ব্যবস্থা করিতে জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা অবশ্য-প্রয়োজন বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধের জন্য যে ব্যাঙ্কের প্রয়োজন, এমন নহে। ভবিষ্যতে চাষীদের দীর্ঘ মেয়াদে কর্জ্জের টাকা সরবরাহের জন্য সুব্যবস্থা করিতে এবং সেরূপ ব্যবস্থার ফলে তাহাদের পুঞ্জীভূত ঋণের পরিমাণ যাহাতে অধিকতর বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্যও যে এই প্রকার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের একান্ত প্রয়োজন, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। এই প্রকার ব্যাঙ্কের গঠন ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছি।

আমি কেন এইরূপ জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহায়তায় চাষীর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিতেছি, এস্থলে সে সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিতে চাই। প্রথমতঃ,

জমি বন্ধকী-ব্যাঙ্কের প্রয়োজন ও সুবিধা

ইহার ফলে চাষীদের মোট দেনার দায় অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইবে; কারণ মহাজনের নিকট দেয় সুদের পরিমাণ যদি নাও কমে, তাহা হইলেও পূর্ব্বে মহাজনেরা যে হারে সুদ আদায় করিতেন, নূতন ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক তাহাদিগের নিকট হইতে যে অনেক কম সুদ ধার্য্য করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের নিকট চাষীদের নূতন ঋণের মেয়াদ পনেরো কিম্বা কুড়ি বৎসর হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহা হইলে একদিকে যেমন বাৎসরিক ঋণ পরিশোধের দায় অপেক্ষাকৃত লঘু হইয়া যাইবে, অন্য দিকে তেমনই চাষীদের প্রতি বৎসর স্ব স্ব আয় হইতে বাধ্য হইয়া কিছু কিছু টাকা পরিশোধ করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের পক্ষে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করা বাধ্যতা-মূলক হইবে। বর্ত্তমান কৃষিঋণ-সমস্যায় আমি ইহাকে একটা মস্ত লাভ বলিয়া মনে করি।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চাষীরা অর্থাৎ যাহাদের মোট দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির মূল্যের অর্দ্ধেকেরও বেশী, তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করিতে হইবে।—

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর চাষী

কারণ, প্রথমই কোন জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক ইহাদের দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে পারিবে না। মোট দেনার পরিমাণ বন্ধকী জমির বাজার-দরের অর্দ্ধেকের বেশী হইলে এবং সম্পত্তির আয় হইতে নিয়মিতভাবে কিস্তীর টাকা শোধ করা সম্ভব না হইলে কাহাকেও ধার দেওয়া উচিত নহে,—জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরিচালনায় এই মূল নীতি সর্ব্বত্রই স্বীকৃত হইয়াছে, এবং আমাদের দেশেও ইহার অন্যথা করিলে চলিবে না। এ জন্য প্রস্তাবিত জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় শ্রেণীর চাষীদের ঋণের দায় তাহাদের সম্পত্তি বন্ধকের উপর নির্ভর করিয়া ঘাড়ে লইতে চাহিবে

না। কেবল তাহাই নহে, এরূপ ক্ষেত্রে মহাজনদেরও কিস্তিবন্দীতে টাকা লইবার পক্ষে আপত্তি করিবার সম্ভাবনা থাকিবে। আমার মতে এইরূপ আইনের বিধান থাকা উচিত, যাহা দ্বারা পাওনাদারেরা দেনাদারের নিকট হইতে প্রাপ্য সুদ-সমেত মোট দেনার পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হইবেন; এবং এইরূপ ভাবে কমাইয়া দেনার পরিমাণ সুদ সমেত মোট বন্ধকী জমির বাজার-দরের অর্দ্ধেক মূল্যে নামাইবেন,—অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করিবেন, যাহাতে কোনও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক চাষীদের পক্ষ হইয়া দেনার সমস্ত টাকা মহাজনদিগকে শোধ করিয়া দিতে এবং এই টাকা সাময়িক কিস্তিতে আদায় করিয়া লইতে কোনও আপত্তি করিবে না।

ঋণ-সঙ্কোচে আইন ব্যবস্থা

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চাষীদের ঋণের পরিমাণ সাব্যস্ত করিবার ব্যাপারেও আমি প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই অনুসরণ করা প্রয়োজন হইবে। এ বিষয়ে প্রথমে আপোষে নিষ্পত্তির চেষ্টা করিয়া, তাহা ব্যর্থ হইলে আদালতের সহায়তায় প্রাপ্য ঋণের পরিমাণ কমাইয়া আনিতে হইবে।

এই প্রকার সুদ-সমেত সমষ্টি ঋণের পরিমাণ কমাইয়া দিবার ব্যাপারে আদালত দেনাদারের সম্পত্তির মূল্য, মূল ঋণের পরিমাণ, ঋণের উপর ধার্য্য সুদের হার এবং পরিমাণ, দেনাদারের আয়ের সংস্থান প্রভৃতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ব্যবস্থা দিবেন। কিন্তু তাহা হইলেও আদালত যে পরিমাণ ঋণের দাবী মঞ্জুর করিবেন, তাহা যাহাতে কখনও মূল ঋণের আসল টাকার কম না হয়, সেরূপ আইনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ঋণের দাবী ইহাপেক্ষাও কমাইয়া দিবার প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইলে দেনাদারকে আর ঠিক দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত চাষী বলিয়া গণ্য করা যাইবে না।

বস্তুতঃ, অতঃপর যে তৃতীয় শ্রেণীর কথা বলিব, ইহাদের সেই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। এই তৃতীয় শ্রেণীর চাষীদের মধ্যে অধিকাংশেরই দেনার পরিমাণ তাহাদের সম্পত্তির মূল্যকে এত অসম্ভবরূপে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, দেখা যাইবে,—যে যদি তাহাদের সম্পত্তি বিক্রয়ও করা যায়, তাহা হইলেও সুদ-আসল সমেত সমষ্টি দেনা দূরে থাক,—আসল টাকাও শোধ করা সম্ভব হইবে না। অপর পক্ষে ইহাদের মধ্যে এরূপ চাষীও আছে, যাহাদের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হইলেও, তাহারা এরূপ নিঃসম্বল হইয়া পড়িবে যে, তাহাদের মাথা গুঁজিবার মত বাসস্থান বা জীবিকা অর্জ্জনের কোনই উপায় থাকিবে না। এই অবস্থায় ইহাদিগকে রক্ষা করিতে হইলে একমাত্র উপায় হইতেছে Rural Insolvency Act পাশ করিয়া ইহাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যতদূর সম্ভব দেনা শোধ করা, এবং বাকী পরিমাণ দেনা হইতে

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর চাষী

ইহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া। বর্ত্তমানে এই ভাবে দেউলিয়া ঘোষণা করা একমাত্র সহরে মধ্যবিত্ত ও ধনী-সম্প্রদায়ের পক্ষেই সম্ভব। বর্ত্তমান আইনে পল্লীগ্রামের চাষীদের দেউলিয়া বিজ্ঞাপিত হইবার কোনও বিধান নাই। অথচ তাহাদিগকে এমন একটি সুযোগ দেওয়া উচিৎ, যাহাতে তাহারা সকল প্রকার ঋণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়া নূতন ভাবে জীবন আরম্ভ করিতে পারে। অবশ্য এজন্য পাওনাদারদিগের প্রতিও যাহাতে অন্যায় কিংবা অবিচার করা না হয়, সেইদিকে যথা সম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া চাষীদিগের জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা দরকার এবং বিক্রয় লব্ধ অর্থ যাহাতে বন্ধকীদেনার পাওনাদার ও অন্যান্য সাধারণ পাওনাদারগণ সকলেই স্ব স্ব দাবীর গুরুত্ব ও প্রাধান্য অনুসারে ভাগ করিয়া লইতে পারে, সেইরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

Rural Insolvency Act (কৃষি দেউলিয়া আইন)

এই তৃতীয় শ্রেণীর চাষীদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, সে বিষয়ে আরও দু একটি কথা এখানে বলা দরকার। যে কারণেই হউক, এই শ্রেণীর চাষীদের দেনার পরিমাণ বাড়িতে বাড়িতে বর্ত্তমানে এত বেশী হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের পক্ষে সকল দেনা শোধ করা নিতান্তই অসম্ভব। অথচ যে মহাজনেরা তাহাদিগকে এত টাকা ধার দিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কিছু না দেওয়া অন্যায় হইবে, এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এই অবস্থায় চাষীদের স্থাবর ও অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যতদূর সম্ভব দেনা শোধ করিবার জন্য মহাজনেরা দাবী করিতে পারেন। কিন্তু ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা করা হইলেও, দেনাদারের পক্ষে অতঃপর উদ্ধৃত্ত দেনার জন্য যাহাতে কোনও দায় না থাকে, তাহার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু কেবল ইহা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। তাহাদিগকে আবার নূতন করিয়া জীবন যাত্রার সুযোগ দিতে হইবে,—এবং সেজন্য তাহাদের সকল প্রকার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার সময় নিতান্ত প্রয়োজনীয় বসত বাটী এবং চাষবাসের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় গরু, লাঙ্গল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আইনে ব্যবস্থা করিতে হইবে। অন্যের জমিতে মজুর হিসাবে খাটিয়াও যাহাতে তাহারা কিছু রোজগার করিতে পারে, তাহার পথ সুগম করিতে হইবে। কিন্তু এই মজুরী-লব্ধ স্বল্প আয়ের উপর পূর্ব্বকৃত ঋণ শোধ করিবার দায় রদ না করিয়া দিলে তাহারা নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবে কি করিয়া?

জীবিকার্জ্জনের উপায় সংরক্ষণ

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার মনে করিতেছি। এইভাবে Rural Insolvency Act পাশ করিয়া উপরোক্ত তৃতীয় শ্রেণীর চাষীদের রক্ষা করিবার সার্থকতা অনেকাংশে তাহাদের সংখ্যা ও অবস্থার উপর নির্ভর করিবে। একমাত্র বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান করিয়াই এই প্রকার চাষীদের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব। এরূপ অনু-

সন্ধানের ফলে ইহাদের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়াও প্রতিপন্ন হইতে পারে। এমতাবস্থায় Insolvency Act প্রয়োগ করিবার দরুণ অতিরিক্ত-সংখ্যক চাষী মজুর-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলে এক সমস্যার সৃষ্টি হইবে; কারণ অবস্থানুসারে মোট আবাদী জমির আয়তনের তুলনায় এরূপ সকল চাষীকেই পরের জমিতে মজুর হিসাবে খাটিবার সংস্থান করিয়া দেওয়া অসম্ভব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কোন কারখানায় কাজ করিবার সুবিধাও তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে না, কারণ এ দেশে এখনও সেরূপ শিল্প-প্রসার হয় নাই। এমতাবস্থায় গভর্ণমেণ্টকেই উদ্যোগী হইয়া ইহাদের ঋণ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়া আবশ্যক হইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট যদি এই প্রকার ঋণ সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা মনে করিয়া এই সকল চাষীদের ঋণের দায় মিটাইয়া দিয়া তাহাদের ভূমি-স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন, তাহা হইলে আশঙ্কিত বেকার-সমস্যার বিপত্তি নিরাকরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বিচারে এরূপ ব্যবস্থা করিলেও এই শ্রেণীর চাষীদের বেকার সমস্যা হইতে রক্ষা করা যাইবে না। এজন্য চাষীদের আয়-ব্যয়ের সংস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। কেবলমাত্র যে সকল চাষীদের ঋণ-মুক্ত করিয়া দিলে তাহারা স্ব স্ব আবাদী জমির আয়ের উপরই নির্ভর করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহাদের ঋণের ভারই গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে তুলিয়া লইবার সার্থকতা থাকিতে পারে।—যাহাদের এই প্রকার জমির সংস্থান নাই, তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলে তাহাদের ব্যক্তিগত দায়ীত্বের অবসান হইবে বটে, কিন্তু যে জাতীয় সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ঋণের বোঝা ঘাড়ে লইবে, তাহার কোন মীমাংসা হইবে না। এরূপ চাষীদের পক্ষে Insolvency Act এর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না। এই প্রকার চাষী সাধারণতঃ পরের জমিতে মজুর হিসাবে খাটিবার চেষ্টা করিবে; সেরূপ ব্যবস্থার পরেও যদি ইহাদের মধ্যে অতিরিক্ত সংখ্যা চাষী থাকে, তাহা হইলে তাহাদের বেকার-সমস্যা মিটাইবার জন্য যাহাতে তাহারা কুটির শিল্পে বা বড় বড় কারখানায় মজুর হিসাবে খাটিবার সুবিধা অধিক পরিমাণে লাভ করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করাই একমাত্র প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। সে জন্য দেশের শিল্প কারখানা যাহাতে আরও বিস্তৃতি লাভ করে, সে বিষয়ে সচেষ্ট হইতে হইবে।

অবস্থা বিশেষে গভর্ণমেণ্টের ঋণ-ভার গ্রহণের প্রয়োজন

গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত প্রকারে যাহাদের ঋণ-ভার গ্রহণ করিবেন, সে বিষয়ে আমি পূর্ব্বে সে মূলসূত্রের উল্লেখ করিয়াছি; তদনুসারে এই প্রকার ঋণের একটা ন্যায্য পরিমাণ স্থির করিতে হইবে।

অনেকে হয় ত প্রশ্ন করিতে পারেন যে, এই দেনার টাকা গভর্ণমেণ্ট কি উপায়ে শোধ

করিবেন ? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, গভর্ণমেণ্ট নিজ দায়িত্বে ৫০ কিম্বা ৬০ বৎসর মেয়াদে এই টাকা বাজার হইতে ধার করিয়া তুলুন ; এবং এই ভাবে টাকা তুলিয়া তাহা মহাজনদিগকে দিবার ব্যবস্থা করুন ; পরে আস্তে আস্তে ধার শোধ করিয়া দিলেই হইবে। ঋণের বোঝা যেরূপভাবে চাষীদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে তাহাদিগকে ভূমিহীন করিয়া তাহাদের দেনা শোধ করিবার চেষ্টা করিলে যেরূপ সমাজ-বিপ্লব হইবার আশঙ্কা থাকিবে তাহার তুলনায় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এইরূপ দায়িত্ব ঘাড়ে লওয়া খুব বেশী একটা অসাধারণ ব্যাপার, আমি মনে করি না। সকল দেশেরই গভর্ণমেণ্ট সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশের Unemployment Insurance Scheme ইহার একটি উদাহরণ। এই সকল দেশে যদি তাহাদের নিজস্ব সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায় হিসাবে গভর্ণমেণ্ট এত বড় আর্থিক দায়িত্ব ঘাড়ে লইতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশেই বা তাহা অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে কেন ?

দায়িত্ব গ্রহণে টাকার সংস্থান

তাহা ছাড়া ঋণ-ভার মুক্ত চাষী ভবিষ্যতে নিশ্চিন্ত মনে জীবন যাত্রা আরম্ভ করিবার ফলে একদিকে যেমন তাহার নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিবে, অন্যদিকে নানাভাবে দেশের সম্পদ এবং গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধিরও সহায়তা করিবে। ফলে গভর্ণমেণ্ট যে টাকার দায়িত্ব তাঁহাদের ঘাড়ে তুলিয়া লইবেন, তাহার অন্ততঃ কতকাংশ যে এরূপ অবস্থার সম্ভাবনায় লঘু হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের গঠন ও কর্ম্মপদ্ধতি

ভারতীয় কৃষকের ঋণ-সমস্যা সমাধান করিবার জন্য যে সকল বিধানের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা কার্য্যকরী করিবার পক্ষে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সর্ব্বপ্রধান উপায় বলিয়া স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। চাষীদের পক্ষ হইতে মহাজনদের ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবার জন্য জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের সহায়তা ও চাষীদের পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ বা ভবিষ্যৎ দীর্ঘকাল-স্থায়ী ঋণ সরবরাহের জন্য এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের গঠন, মূলধন ও কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব না হইলেও এ বিষয়ে কয়েকটি স্থূল নীতির উল্লেখ করা বিশেষ দরকার বলিয়া আমার মনে হয় ; কারণ জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক এই সমস্যা সমাধানের একটি প্রধান অঙ্গ-স্বরূপ।

প্রথম কয়েকটি প্রধান প্রধান জেলাকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রকার বন্ধকী ব্যাঙ্ক গঠন করিতে হইবে। ক্রমে ইহাদের কার্য্যে সাফল্য লাভ হইলে বিস্তৃতভাবে প্রত্যেক জেলাতেই পৃথক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে। এই সকল ব্যাঙ্কের কারবার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার

জন্য ও তাহাদের প্রয়োজনীয় টাকা সংগ্রহ করা ইত্যাদি কোনও কোনও ব্যাপারে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও স্থাপন করিতে হইবে। ইহাদের মূলধন সংগ্রহের ব্যাপার ইহাদের গঠন-রীতির উপর নির্ভর করিবে। এ বিষয়ে প্রায় সকল প্রাদেশিক ব্যাঙ্কিং কমিটিই ঋণী চাষীদের সহায়তা করিবার জন্য বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই প্রকার ব্যাঙ্ক সমবায় প্রণালীতে গঠিত হওয়া উচিত। তৎপূর্ব্বে Agricultural Commission ও এই প্রণালীতে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং কমিটিও এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন, তবে তাঁহারা জমিদার ও বর্ত্তমান সমবায় সমিতির বহির্ভূত চাষীদের সাহায্য করিবার জন্য যৌথনীতি অনুসারে ব্যাঙ্ক গঠনের প্রস্তাবও অনুমোদন করিয়াছেন। কৃষকের ঋণ-ভার লঘু করিবার যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, তাহাতে মুখ্যতঃ এই সকল ব্যাঙ্ক সমবায় প্রণালীতেই গঠন করা সমীচীন মনে হইবে; —কারণ তাহা হইলে অংশীদারের লাভ বাবদ কর্জ্জ গ্রহীতাদের কোন প্রকার অতিরিক্ত দাবী মিটাইবার কারণ থাকিবে না। সেজন্য বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই প্রকার সমবায় প্রণালী-বদ্ধ বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও তাহাদের কার্য্য-পদ্ধতি সম্বন্ধেই আমি আলোচনা করিব।

গঠন-রীতি

এ বিষয়ে বিভিন্ন কমিটি, কমিশন ও বিশেষজ্ঞগণ প্রায় সকলেই একমত যে, প্রস্তাবিত জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে বর্ত্তমান স্বল্পকালস্থায়ী কর্জ্জদাতা সমবায়-সমিতি হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কি উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সম্বন্ধে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে। এ বিষয়ে আমার যাহা সব চেয়ে কার্য্যকরী এবং প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা আপনাদিগের নিকট নিবেদন করিতেছি ঃ—

প্রস্তাবিত জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা ও তাহার সাফল্য প্রথমাবস্থায় সম্পূর্ণভাবে গভর্ণমেণ্টের উদ্যোগের উপর নির্ভর করিবে। এজন্য তাঁহাদিগকে প্রতি জেলার ঋণী চাষীদিগের সংখ্যা, তাহাদের ঋণ, সুদের দাবী, জমির পরিমাণ, জমির অনুমান-মূল্য জমির স্বত্ত্ব, জমির আবাদী ফসলের মূল্য ও চাষীদের অন্য প্রকার আয়ের সংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃতভাবে অনুসন্ধান ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই অনুসন্ধানের ফলেই কোন্ কোন্ জেলার অবস্থা এখনই বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে অনুকূল, তাহা বুঝা যাইবে। গভর্ণমেণ্ট Settlement বা জমির সংস্থিতি এবং স্বত্ব নির্দ্ধারণ বিষয়ে যেরূপ অনুসন্ধান-ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, এ জন্য তাহারই অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। কর্জ্জ-গ্রহীতাদের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে এই প্রকার ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা অনিশ্চিত ব্যাপারই থাকিয়া যাইবে। এ জন্য গভর্ণমেণ্টকে গোড়ায় অস্থায়ী ভাবে কিছু মূলধনের টাকা

প্রদান করিতে হইবে। এই টাকার উপর নির্ভর করিয়াই সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণে বন্ধকী-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহার পর স্বভাবতঃই ব্যাঙ্কের সহিত ঋণ গ্রহণেচ্ছু চাষীদিগের সংযোগ স্থাপিত হইবে, এবং তাহাদিগকে কর্জ্জ প্রদান করিবার সময় মূলধন বাবদ তাহাদের নিকট হইতেই কিছু পরিমাণ টাকা আদায় করিয়া লওয়া সম্বন্ধে অতঃপর আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে ব্যাঙ্কের মূলধন সংগ্রহের দায়িত্ব শেষ পর্য্যন্ত যাহাতে কর্জ্জ-গ্রহীতা চাষীদের উপরই অন্ততঃ মুখ্য ভাবে ন্যস্ত হয়, তাহারই আয়োজনের জন্য পথ প্রশস্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। এইরূপেই শেষে প্রকৃত সমবায়-প্রণালী বদ্ধ বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

মূলধন সংগ্রহ।

বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির মূলধন সংগ্রহ বিষয়ে আমার প্রস্তাব এই যে, এই প্রকার ব্যাঙ্ক কর্জ্জ দিবার সময়ই মূলধন বাবদ কিছু পরিমাণ টাকা কর্জ্জ গ্রহীতার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। সে সম্বন্ধে এরূপ কোন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে যে, ব্যাঙ্কের নিকট হইতে যাহারা কর্জ্জ লইবে, তাহাদের গৃহীত কর্জ্জের টাকা হইতে শতকরা ৫৲ তাহারা মূলধন বাবদ প্রদান করিবে; এই প্রকার মূলধনের আদায় যথেষ্ট হইলেই গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মূলধন পরিশোধ করিয়া দিবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

ডিবেঞ্চার।

বলা বাহুল্য, এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত মূলধনের পরিমাণ খুব বেশী হইবেনা; এমন কি, গভর্ণমেণ্টও গোড়ায় মূলধন বাবদ যে পরিমাণ টাকা প্রদান করিবেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াও জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের পক্ষে চাষীদের প্রয়োজনীয় ঋণ সরবরাহের কার্য্য পরিচালনা করা অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হইবে। এ জন্য বিভিন্ন দেশের জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্য্য-পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াই এ দেশের ব্যাঙ্কগুলিকেও মূলধনের বহুপরিমাণ,—প্রায় ২০ গুণ পর্য্যন্ত,—টাকা দীর্ঘ ১৫ কি ২০ বৎসরের মেয়াদে কর্জ্জ-সূচক ডিবেঞ্চার বণ্ড ছাড়িয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। ডিবেঞ্চারগুলি ব্যাঙ্কের নিকট প্রদত্ত বন্ধকী সম্পত্তির দ্বারা সংরক্ষিত থাকিবে, এবং ব্যাঙ্কের কারবারের প্রসার অনুসারে ইহার পরিমাণ অল্প হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রকার ডিবেঞ্চার যাহাতে সর্ব্বসাধারণ সহজেই ক্রয় করিতে সম্মত হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্টকে ইহার উপর ধার্য্য বাৎসরিক সুদ দিবার জন্য দায়-স্বীকার করিতে হইবে। ডিবেঞ্চারের আসল টাকার জন্যও গভর্ণমেণ্টের এরূপ দায়-স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে কিনা, তাহা অবস্থানুসারে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট উক্ত দায়িত্ব স্বীকার করিয়া বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চারগুলিকে "নিগোসিয়েবল" (অর্থাৎ হস্তান্তরে স্বত্বত্যাগ ও ক্রেতার স্বত্বলাভ সূচক দলিল) বলিয়া ঘোষণা করিলে টাকা লগ্নীকারী জনসাধারণ, ব্যাঙ্ক, বীমাকোম্পানী,—এমন কি, যে মহাজনদের দেনা মিটাইবার জন্য এত আয়োজন,—তাহারাও এই প্রকার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবে,

গভর্ণমেণ্টের দায়-স্বীকার।

সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্ক ও ভবিষ্যতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কও এই সকল ডিবেঞ্চার গ্রহণ করিয়া আংশিকভাবে বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির অর্থ-সংগ্রহের সহায়তা করিতে পারিবে। প্রয়োজন হইলে সাময়িক সাহায্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নিজেও কিছু পরিমাণ ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। এ বিষয়ে বিভিন্ন জেলার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয়ে যাহাতে কোন প্রকার প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না হয়, সে জন্য ডিবেঞ্চার ছাড়িবার ক্ষমতা আপাতঃপক্ষে কেবল প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় বন্ধকী ব্যাঙ্ককেই দেওয়া হইবে। উক্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন জেলা-ব্যাঙ্কের প্রয়োজন অনুসারে ডিবেঞ্চারের সহায়তায় টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিবে; সে জন্য জেলা-ব্যাঙ্কগুলি বন্ধকী সম্পত্তির স্বত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবে।

গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্ব

এরূপ অবস্থায় বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অন্ততঃ আংশিক পরিমাণে যে অব্যাহত রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত যুক্তি দেওয়া অনাবশ্যক। প্রথমাবস্থায় ব্যাঙ্কগুলি যে গভর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত মূলধনের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই মনোনীত পরিচালকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে, সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কর্জ্জ-গ্রহীতা চাষীরা ক্রমশঃ কিরূপে এই সকল ব্যাঙ্কের মূলধন যোগাইয়া শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মূলধন পরিশোধ করিবে, তাহাও আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি। এই প্রকারে কর্জ্জ-গ্রহীতাদের নিকট হইতে সংগৃহীত মূলধন ব্যাঙ্কের সমষ্টি মূলধনের নির্দ্ধারিত শতাংশ পরিমাণ হইলেই তাহারা অন্যতম পরিচালক নির্ব্বাচনে সক্ষম হইবে। ক্রমে তাহাদের মূলধনের পরিমাণ-বৃদ্ধির সঙ্গে পূর্ব্বনির্দ্ধারিত কোন ব্যবস্থানুযায় এরূপ নির্ব্বাচিত পরিচালকের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে; এবং শেষ পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের প্রদত্ত মূলধন পরিশোধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কর্জ্জগ্রহীতাদিগের নির্ব্বাচিত পরিচালকগণেরই সংখ্যাধিক্য হইবে। কিন্তু এইপ্রকারে গভর্ণমেণ্টের মূলধন সম্পূর্ণ পরিশোধিত হইয়া গেলেও ডিবেঞ্চারের উপর দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা আংশিকরূপে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। ইহাতে ব্যাঙ্কগুলির লাভ ছাড়া ক্ষতি হইবে না। কারণ, এরূপ ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন ব্যাঙ্কগুলি সুপরিচালিত হইবার কারণ থাকিবে, অপর পক্ষে ইহাদের উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস ও আস্থা বাড়িয়া যাইবে, এবং শেষ পর্য্যন্ত ইহাদের ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের পথও প্রশস্ত হইবে।

প্রিমিয়ম বণ্ড

ডিবেঞ্চারের সাহায্যে টাকা তুলিবার বিষয়ে আর একটি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সাধারণ ডিবেঞ্চারের জন্য যে সুদ ধার্য্য হইবে, তাহাপেক্ষা কম সুদে,—অর্থাৎ শতকরা ৩৲ । ৪৲ হারে,—বিশেষ শ্রেণীর ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া প্রতিবৎসর এই বিশেষ শ্রেণীর ডিবেঞ্চারের মোট পরিমাণের শতকরা পাঁচ কিম্বা দশ ভাগ লটারী

পদ্ধতিতে নির্দ্ধারণ করিয়া যদি তাহা শোধ করিয়া দেওয়া যায়, এবং অল্প সুদে বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিবৎসর ব্যাঙ্কের যে পরিমাণ টাকা বাঁচিয়া যাইবে, তাহা কম বেশী করিয়া পরিশোধিত ডিবেঞ্চারগুলির মালিকগণকে যদি ভাগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে নির্দ্ধারিত সুদ সমেত আসল টাকা ব্যতীত এইরূপ অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবনায় প্রলুব্ধ হইয়া অনেকেই কম সুদে ডিবেঞ্চার কিনিতে রাজী হইবেন,—এইরূপ আশা করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ প্রিমিয়ম বণ্ড বিক্রয় করিয়া ফ্রান্স, মিশর প্রভৃতি দেশে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের টাকা তুলিবার ব্যবস্থা আছে। মিশর দেশে Credit Foncier নামে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কার্য্যকরী মূলধন প্রধানতঃ এইভাবেই তোলা হইয়াছিল; এবং এখনও সে দেশে উক্ত ব্যাঙ্কের প্রিমিয়ম-বণ্ডগুলি কিনিবার জন্য সকলেই, বিশেষতঃ অল্প পুঁজি বিশিষ্ট লোকেরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমার মনে হয়, আমাদের দেশেও এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে।

জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক পরিচালনার জন্য যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন, তাহা তুলিবার জন্য আমি যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি, অবস্থা বিশেষে তাহার যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা দরকার হইবে না,—আমি এমন কথা বলি না। আমার মূল বক্তব্য এই যে, আমরা যদি আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার গুরুত্ব অনুভব করিয়া তাহার সমাধানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করি, তাহা হইলে কোন একটী বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা কোনও কারণে দুরূহ হইলেও অন্য আর একটি প্রশস্ত পন্থা খুঁজিয়া বাহির করিতে খুব বেশী কষ্ট হইবার কারণ নাই।

ব্যাঙ্কের কর্ম্ম-পদ্ধতি

তারপর বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের কর্ম্ম-পদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিবার প্রয়োজন হইবে। আমি এ সম্বন্ধে কয়েকটি মূলনীতির উল্লেখ মাত্র করিতেছি :—

(১) প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক বন্ধকী সম্পত্তির উপর ঊর্দ্ধ সংখ্যায় তাহার বিক্রয়-মূল্যের অর্দ্ধপরিমাণ পর্য্যন্ত ধার দিবে,—তাহার বেশী নয়;—এ কথা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই মূল্য নির্দ্ধারণের জন্য উপযুক্ত অনুসন্ধান-ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। বন্ধকী জমির সংস্থিতি ও তাহার বিশদ বিবরণ, মালিকের অনুমান-মূল্য, জমিদ্বারা সংরক্ষিত বর্ত্তমানে কোন দেনা প্রবল আছে কিনা,—থাকিলে তাহার পরিমাণ ও তাহার উপর ধার্য্য সুদ কত, জমির উপর মালিকের স্বত্ব কিরূপ, জমির নিয়মিত আয় হইতে কিস্তির টাকা সময় মত দেওয়া সম্ভব কিনা, ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা এই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য থাকিবে। এরূপ অনুসন্ধানের সূচনা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

(২) সাধারণতঃ এই সকল ব্যাঙ্ক ৫ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত দীর্ঘকালের মেয়াদে ধার দিবে। কিন্তু ৫ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কর্জ্জ-গ্রহীতাকে সম্পূর্ণ মেয়াদ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই ঋণ পরিশোধ করিবার সুবিধা দেওয়া যাইতে পারে।

(৩) প্রদত্ত কর্জ্জের উপর সুদ বাবদ শতকরা ৭৲ | ৮৲ টাকা ও ব্যাঙ্ক পরিচালনের ব্যয় বাবদ শতকরা ২৲ | ৩৲ টাকা আদায় করা হইবে 'সিঙ্কিং ফাণ্ড' গড়িয়া তুলিবার জন্য। এই শতাংশ হিসাবে 'সিঙ্কিং ফাণ্ডে' টাকা গচ্ছিত রাখিলে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ সমেত তাহা ১৫ হইতে ২০ বৎসর কালের মধ্যে মূল কর্জ্জের টাকার সমান হইয়া দাঁড়াইবে। তখন মূল কর্জ্জ পরিশোধ করিবার জন্য দেনাদারের আর কোনও দায়িত্ব থাকিবে না।—কারণ, 'সিঙ্কিং ফাণ্ডের' সঞ্চিত টাকা হইতেই তাহা মিটাইয়া দেওয়া চলিবে।—অর্থাৎ কর্জ্জের টাকার উপর বাৎসরিক শতকরা ১২৲,১৩৲ টাকা দিলে বন্ধক-দাতা যে কেবল তাহার বাৎসরিক দায় হইতে রেহাই পাইবে, এমন নয়,—এইভাবে ১৫-২০ বৎসর চালাইতে পারিলে সে তাহার মূল ঋণ হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবে। বর্ত্তমানে তাহার মহাজনদিগকে ইহার অনেক বেশী টাকা কেবল সুদ বাবদই যোগাইতে হইতেছে, এবং সুদের টাকা যথাসময়ে দিতে না পারিবার জন্য তাহার আসল ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সিঙ্কিং ফাণ্ড.

'সিঙ্কিং ফাণ্ডে' পৃথক টাকা গচ্ছিত রাখিবার দরুণ ডিবেঞ্চারের উপর ধার্য্য সুদের অনুপাতে যথেষ্ট সুদ অর্জ্জন করিবার সুবিধা না থাকিলে ব্যাঙ্ককে এমন ক্ষমতা দিবার প্রয়োজন হইতে পারে, যাহাতে সুদের অতিরিক্ত প্রাপ্ত কিস্তির টাকা ডিবেঞ্চারের আসল টাকার অংশ-পরিমাণ পরিশোধের জন্যই ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ জন্য ডিবেঞ্চারের মেয়াদ সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে ব্যাঙ্ক তাহার আসল টাকা পরিশোধ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ভাবে মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার আগেই যদি ডিবেঞ্চারের আসল টাকা শোধ করিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের যাবতীয় ডিবেঞ্চারের মধ্যে কোন্ বিশেষ অংশের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা লটারী করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। এই উভয় প্রকার পদ্ধতির কোন্‌টির অনুসরণ করা প্রশস্ত হইবে, তাহা ব্যাঙ্কের স্বার্থেই অনুসন্ধান-সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইহার মধ্যে যে কোন পন্থাই অবলম্বন করা প্রশস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হউক না কেন, কর্জ্জ-গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের সুবিধা সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সে পাইবেই।

(৪) বলা বাহুল্য, বন্ধকী-ব্যাঙ্কের কিস্তির টাকা যথাসময়ে আদায় হইতে পারে কিনা, সে বিষয়ে ব্যাঙ্ক তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবে। সে জন্য ব্যাঙ্ক, বন্ধক-দাতা কি উদ্দেশ্যে কর্জ্জ লইতেছে এবং তাহার আয় হইতে ঋণ পরিশোধের সম্ভাবনা আছে কিনা, তাহার দিকেও নজর রাখিবে। পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কর্জ্জ চাহিলে তাহা কোন উৎপাদন-সহায়ক কার্য্যে নিয়োজিত হইবে কিনা, এবং এরূপ নিয়োগের ফলে যথেষ্ট আয়ের সম্ভাবনা আছে কিনা, সে বিষয়ে অবহিত হইবে।

(৫) বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে প্রদত্ত কর্জ্জের টাকা সহজে আদায় করিতে

পারে, সে জন্য ইহাদিগকে কতকগুলি সরাসরি ক্ষমতা দিবার প্রয়োজন হইবে। ডিবেঞ্চারের উপর ধার্য্য সুদের টাকা যাহাতে নিয়মিত ভাবে মিটাইয়া দেওয়া সম্ভব হয়, সে জন্য এইরূপ ক্ষমতা দিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ইহা যে কেবল ডিবেঞ্চার বিক্রয়েরই সহায়তা করিবে, এমন নয়, কর্জ্জ-গ্রহীতা চাষীদিগকেও সময়মত কিস্তির টাকা দেওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া রাখিবে। বস্তুতঃ, এই প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা জার্ম্মাণী, ফরাসী, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সকল দেশের গভর্ণমেণ্টই বিশেষ বিশেষ আইন পাশ করিয়া সেখানকার জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির সহায়তা করিয়াছেন। এইরূপ ক্ষমতা দিবার উদ্দেশ্য এ দেশের বন্ধকী-ব্যাঙ্কগুলিও যাহাতে নির্দ্ধারিত কিস্তির টাকা আদায় করিবার জন্য দেনাদারের উৎপন্ন ফসল (জমির খাজনা দিবার দায়িত্বে) আদালতের বিনা অনুমতিতেই বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা করিবার দরকার হইতে পারে। কারণ, অনাদায়ে কিস্তির টাকা জমিতে দিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেনাদারের জমি দখল করিয়া নীলামে তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে প্রথমে কিস্তির টাকা আদায়ের জন্যই সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া মঙ্গল-জনক হইবে। এরূপ অবস্থায় দেনাদার তাহার কিস্তির টাকা না দিবার যথেষ্ট কারণ না দেখাইতে পারিলেই ব্যাঙ্ক তাহা আদায় করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

টাকা আদায়ে ব্যাঙ্কের সরাসরি ক্ষমতা

সাময়িক সমস্যার সমাধান

এইরূপে কৃষি-ঋণের প্রায় অনেক সমস্যাই এই জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলির সাহায্যে সমাধান করা সম্ভব হইবে। এই প্রকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে যে কিছু সময় লাগিবে তাহা আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের চাষীদের ঋণ-সমস্যার বিপত্তি যেরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আর অপেক্ষা করিয়া থাকা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইবে। তাহাদের পুঞ্জীভূত ঋণের জ্বালাতেই তাহারা জর্জ্জরিত হইতেছে; তাহার উপর ক্রমাগত দুই বৎসর ব্যবসা-মন্দার ফলে তাহাদের দুর্দ্দশা এখন অসহনীয়রূপে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিতে যে সময় উত্তীর্ণ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকা কোন মতেই সমীচীন হইতে পারে না। এখন হইতে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার মধ্যবর্ত্তী-কালে কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া চাষীদিগের ঋণের বিপত্তি নিরাকরণ করিতে হইবে। এ বিষয়েও সম্পূর্ণ দায়িত্ব-ভার গভর্ণমেণ্টের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে। এ জন্য গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে, আমি তাহার মধ্যে কয়েকটি স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে কতকগুলি সাময়িক সমস্যা এবং কতকগুলি স্থায়ী কৃষি-ঋণ সমস্যার সমাধানের জন্য আবশ্যক হইবে; এবং সে জন্য উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে কতকগুলি অস্থায়ী এবং কতকগুলি স্থায়ী রূপে প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

প্রথমেই গভর্ণমেণ্টকে যত শীঘ্র সম্ভব চাষীদের বর্ত্তমান ঋণ-সংক্রান্ত অবস্থা যথাযথ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে হইবে। প্রস্তাবিত বিশেষ ব্যবস্থার জন্য এই প্রকার অনুসন্ধান খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তৃতভাবে পরিচালনা করিবার প্রয়োজন হইবে না; আপাততঃপক্ষে গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম-পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণের জন্যই মোটামুটিভাবে এই প্রকার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন। এই প্রকার অনুসন্ধানের কার্য্য শেষ হইলে এক বিশেষ আইন পাশ করিয়া দেনাদার চাষীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে হইবে। উক্ত আইনে

আইনের সহায়তায় দেনার পরিমাণ, সুদের হার ও মেয়াদের সময় নির্দ্ধারণ

এরূপ বিধান থাকিবে, যাহাতে দেওয়ানী আদালতের মুন্সেফ শ্রেণীর বিচারকগণ দেনাদারের অনুরোধে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত দেনা-সাব্যস্তকারী বিশেষ-কর্ম্মচারীরূপে ঋণী চাষীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করিবার জন্য ক্ষমতা-প্রাপ্ত হইবেন। দেনাদারের সুদ-আসল সহ ঋণের পরিমাণ কমাইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইলে এই সকল কর্ম্মচারী আবশ্যক মত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; এবং নির্দ্ধারিত পরিমাণ দেনা স্থানকালপাত্র বিবেচনা করিয়া কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করা দেনাদারের পক্ষে সুবিধাজনক বিবেচিত হইলে,—সেরূপ ব্যবস্থাও ইঁহারা করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে দেনাদারের সমষ্টি দেনা ও তাহার উপর ধার্য্য সুদের পরিমাণ, সুদের হার, দেনাদার ও পাওনাদার পরস্পরের প্রতি ব্যবহার, উভয় পক্ষের সঙ্গতি, দেনাদারের আয়ের সংস্থান, ইত্যাদি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহাতে ব্যবস্থা দেওয়া হয়, সে জন্য প্রস্তাবিত বিশেষ আইনের যথাযথ বিধান থাকিবে। অবস্থানুসারে দেনাদারের নিকট হইতে আদায়ী সুদ সম্বন্ধে কোন উচ্চতম হার বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইলে, উক্ত আইনের বিধানেই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইবে; কিংবা যদি কোন দেনাদারের অবস্থা-দৃষ্টে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, তাহারা বর্ত্তমানে দেনার আসল বা সুদ অংশ-পরিমাণেও শোধ করিতে একেবারেই অসমর্থ, তাহা হইলে উক্ত প্রকার দেনাদারদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেত্র-বিশেষে যাহাতে ঋণের সুদ-আসল বাবদ সকল প্রকার দায় নির্দ্ধারিত কালের জন্য স্থগিত রাখা সম্ভব হয়, সে জন্য আইনের দ্বারাই আদালতকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইবে। এ বিষয়ে পাওনাদারের অপেক্ষা করিবার ক্ষমতা, বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য হ্রাস বা বিনাশের সম্ভাবনা, দেনাদারের আয়ের সংস্থান, বর্ত্তমান বাজার-মন্দার সহিত তাহার দুর্দ্দশার যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাহাতে আদালত উভয় পক্ষের স্বার্থে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকেন, তাহার জন্য আইনেই স্পষ্ট বিধান থাকিবে। প্রস্তাবিত আইনের সুবিধা যাহাতে দেনাদার চাষীদের নিকট সুলভ হয়, সে জন্য উক্ত আইনের প্রবর্ত্তন ও মর্ম্ম বিস্তৃতভাবে চাষীদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে, দেওয়ানী আদালতের যে শ্রেণীর বিচারকের উপর উক্ত আইনের প্রয়োগ ন্যস্ত করা হইবে, তাঁহারা সফর করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আফিস সংস্থাপন করিয়া কার্য্য পরিচালনা করিবেন। তৎপূর্ব্বেই পার্শ্ববর্ত্তী সকল

স্থানের চাষীদিগকে তাঁহাদের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিয়া জানাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে আমি যে প্রস্তাব করিতেছি, তাহাতে দেনাদার ও পাওনাদার, উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে যতদূর সম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছি। এই জটিল সমস্যায় চাষীদিগের দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই সহানুভূতির প্রাবল্যে মহাজন-সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে কোন প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করিয়া সমাধানের পথ আবিষ্কার করিলে, তাহা কখনও সমাজের অবিমিশ্র কল্যাণ সাধন করিবে না। মহাজনদিগকে সমাজের কেবল অঙ্গ-বিশেষ মনে করিয়াই নহে, ইঁহাদের অতীত কীর্ত্তি, দেশের কৃষি শিল্পে, ইঁহাদের অপরিহার্য্য দান, ইঁহাদের ধন-শক্তি, ইঁহাদের পুরাতন কার্য্য-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় সংস্কারের ফলে সেই ধন-শক্তির প্রয়োগ-ব্যবস্থা ও তাহা দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণের সম্ভাবনীয়তা, সমস্ত বিষয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মহাজনদিগের পক্ষেও বর্ত্তমান সমস্যার গুরুত্ব সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। অবস্থা বিশেষে দেনাদারদিগকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে মোট দাবীর অংশ-পরিমাণ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যদি কখনও অনিবার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে সেই ত্যাগ স্বীকার করিবার জন্য তাঁহাদিগকেও প্রস্তুত হইতে হইবে।

চাষীদের আয়ের সংস্থান বৃদ্ধির উপায়

আমি এতক্ষণ কেবল চাষীদিগের ঋণ-ভার লাঘব করিবার উপায় সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তাহাদিগকে ঋণ-মুক্ত করিবার এই সকল ব্যবস্থাকে ফলবতী করিতে হইলে সেই সঙ্গে চাষীদের আয়ের সংস্থানও যাহাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সমস্যার সমাধান চাষীদের শিক্ষা, সংযম, স্বাস্থ্য এবং কৃষি-পদ্ধতির উন্নতি, তাহাদের উৎপন্ন শস্যের বিক্রয়-ব্যবস্থার সুনিয়ম প্রভৃতি অনেক সমস্যার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। অবসর না থাকিলেও আমি সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিতেছি।

কৃষি পদ্ধতির উন্নতি

যাহাতে কৃষকদিগের উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্দ্ধিত হয়, সে জন্য তাহাদিগকে উন্নত-তর প্রণালী এবং আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা দিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সকল যন্ত্র কৃষকেরা ব্যবহার করে, তাহার কার্য্যকারিতা তুলনায় অতি কম। আমার বিশ্বাস, প্রণালী-বদ্ধ এবং সুপরিচালিত প্রচার-কার্য্য দ্বারা তাহাদিগকে উন্নত ধরণের যন্ত্র-পাতি ব্যবহারে প্রবৃত্ত করান যাইতে পারে।

কৃষিকার্য্যে পূর্ণ ফল-লাভ করিতে হইলে উন্নত-তর পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে

'মানুষ'টির বুদ্ধি ও কুশলতাও বাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যে মানুষটি হালের মুঠা ধরিয়া থাকে, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সমস্তটাই নির্ভর করে তাহার ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর। বর্ত্তমান ভারতে কৃষক স্বাস্থ্য-হীন, আশা-উদ্যম-হীন;—স্বতঃ-প্রবৃত্ত উদ্যম সে হারাইয়া ফেলিয়াছে। যুগের পর যুগ এক গতানুগতিক জড়ত্বে এবং কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন কৃষকের মানসিক উন্নতি ব্যতীত কৃষিকার্য্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেও এবং বিবিধ ব্যাধি-পীড়িত কৃষক-কুলের শারীরিক স্বাস্থ্য ও শক্তি অতি শোচনীয় রূপে হ্রাস পাইয়াছে।

শিক্ষাপ্রচার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও কু-সংস্কারের নিরুপায় ক্রীতদাস কৃষকদিগের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করিয়া বর্ত্তমান যুগের উন্নতিশীল ভাবধারার সহিত তাহাদের পরিচয় ও প্রাণগত যোগ স্থাপনের একান্ত আবশ্যক। ইহার জন্য চাই পল্লীতে শিক্ষার বিস্তার। এই শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষার অবসর রাখিয়া স্বাস্থ্য-রক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান ও প্রচলিত রোগের প্রতিষেধক উপায়গুলি তাহাদিগকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যাধি ও অপরিচ্ছন্নতা দেশ হইতে দূর করিবার ইহাপেক্ষা সহজ কোন উপায় নাই বলিয়াই আমার ধারণা। সংস্কার-হীন পচা ডোবা, জলাভূমিগুলি সর্ব্ববিধ মারাত্মক ব্যাধির আকর। অতীত জন-কোলাহল মুখরিত সমৃদ্ধ পল্লীগুলিকে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে এগুলির জল-নিকাশের বন্দোবস্ত এবং রোগে চিকিৎসা এবং ঔষধের ব্যাপক ব্যবস্থা আবশ্যক।

কৃষি-সংস্কারের আর একটি প্রধান কথা চাষের জমি ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইতে না দেওয়া। কৃষি-কার্য্যের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর। কৃষি-বিভাগ ও সমবায়-সমিতিগুলি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারে; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দ্বারা জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হওয়া নিবারণ করিবার চেষ্টার উপর আমার কোন আস্থা নাই; —কেন না অন্যান্য দেশেও এই প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ইহার জন্য বাধ্যতা-মূলক আইন প্রণয়ন অপরিহার্য্য প্রয়োজন। কৃষির দিক দিয়া লাভজনক নহে, এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমা ও জমি আইন স্বীকার না করিলেই যথেষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে আইনের সম্মতি-মূলক বিধান থাকিলেই কৃষক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া অংশগুলিকে একত্র করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম।

চাষের জমির আয়তন-বৃদ্ধি

উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই কৃষকের অবস্থা স্বচ্ছল হইবে না। সে যাহাতে উৎপন্ন দ্রব্যের সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও করিতে হইবে। বাজার-দর সম্বন্ধে অজ্ঞ কৃষক তাহার শ্রমার্জ্জিত ন্যায্য প্রাপ্যের একটা বড় অংশ হইতে বঞ্চিত হয়; বর্ত্তমানে এই ব্যবস্থা অতিশয় আক্ষেপের কথা। এই সকল সমস্যার বিশ্লেষণ করিলে, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, ইহাদের

শস্য বিক্রয়ের উন্নত-তর ব্যবস্থা

সমাধানও অনেক পরিমাণে গভর্ণমেণ্টের উদ্যম এবং আন্তরিক চেষ্টার উপর নির্ভর করিতেছে। চাষীদের ঋণ-সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় গভর্ণমেণ্টকে এই সকল বিষয়ে অবহিত হইয়া আশু কার্য্য-তৎপর হইতে হইবে।

এই স্থলে বর্ত্তমানে কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের বাজার-দরের হ্রাস সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। প্রধানতঃ, পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-মন্দার জন্যই এবং আংশিকভাবে ভারত-গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষা করিবার প্রচেষ্টার জন্য জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব রূপে কমিয়া গিয়াছে। ১৯১৪ সালের জুলাই মাসে যে দ্রব্যসমষ্টির মূল্য ১০০৲ শত টাকা ছিল বর্ত্তমান বৎসরের জুন মাসে তাহা কমিয়া ৮৬৲ টাকা হইয়াছিল,—এই সামান্য তথ্য হইতেই চাষীদের কিরূপ দুরবস্থা হইয়াছে, তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যাইবে না। কারণ, আমাদের দেশের ক্ষেত্রজ ফসলের দাম যেরূপ ভাবে কমিয়াছে অন্য দেশের তৈয়ারী মালের দাম সেরূপ কমে নাই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের কৃষি-জাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া বিদেশ হইতে আমাদিগকে যে পরিমাণ পণ্যদ্রব্য আমদানী করিতে হয়, তাহাতে চাষীদের আর্থিক অবস্থা যে খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। যদি দেশী ও বিদেশী সকল প্রকার জিনিষের দামই সমভাবে কমিত তাহা হইলেও চাষীদের যথেষ্ট অর্থ-ক্ষতি হইত বটে, কিন্তু বিদেশী দ্রব্যের মূল্য-হ্রাসের পরিমাণ দেশী ক্ষেত্রজ দ্রব্যের মূল্য-হ্রাস অপেক্ষা কম হওয়াতে চাষীদিগকে অল্প মূল্যে শস্য বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে পণ্যদ্রব্য কিনিতে হইতেছে। বর্ত্তমানে ৯০০ কোটি টাকার ঋণের বোঝা এই কারণেই চাষীদিগের পক্ষে অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া পড়িয়াছে। পণ্যদ্রব্য এবং শস্যের মূল্য বাড়াইতে না পারিলে তাহাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা যথেষ্ট পরিমাণে কমানো সম্ভব হইবে না।

পণ্যদ্রব্যের বাজারদর বৃদ্ধির ব্যবস্থা

সকল দেশেরই গভর্ণমেণ্ট স্ব স্ব দেশে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বাড়াইবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন। অবশ্য পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-মন্দা দূর করিবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশেরই সম্মিলিত ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন,—ইহা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমি মনে করি যে, অন্ততঃ কতক পরিমাণে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট স্বাধীনভাবেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিতে পারেন। অন্যান্য দেশের উদাহরণ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কাজেই আমি গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন অবিলম্বে এই বিষয়ে অবহিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। কারণ, ইহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, চাষীরা সারা বৎসর আপ্রাণ খাটিয়া যাহা উৎপাদন করে, তাহা বিক্রয় করিয়া যদি উপযুক্ত মূল্য না পায়, তাহা হইলে ঋণের বোঝা কমাইবার জন্য আমি উপরে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছি, তাহা কার্য্যকরী হওয়া কঠিন হইবে।

উপসংহার

ভারতের কৃষিঋণ-সমস্যা এবং তাহার কারণ, লক্ষণ ও পরিণাম সম্পর্কে আমি যথা সম্ভব আলোচনা করিয়াছি। প্রতিকারোপায়ও কিছু কিছু নির্দ্দেশ করিয়াছি। ইহা এক বৃহৎ সমস্যা সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে দেখিলে যতটা জটিল মনে হয়, বস্তুতঃ ইহা তত জটিল নহে। প্রতিকারগুলিও এমন কিছু অভাবনীয় নয়। এগুলি পুরাতন ও পরীক্ষিত। এগুলির কার্য্যকারিতায় সন্দিহান হইবারও সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু আজ প্রয়োজন সেই প্রবল ইচ্ছা-শক্তির,—যাহা সমস্যা সমাধান করিবে,—সেই দৃঢ়তা, যাহা কৃষকের বর্ত্তমান দৈন্য ও আনুসঙ্গিক দুঃখ-দুর্দ্দশা দেশ হইতে দূর করিবার ব্রত গ্রহণ করিতে সক্ষম। উদয়াস্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাহারা, লক্ষ লক্ষ অর্দ্ধাশন-ক্লিষ্ট কৃষকের, বিশাল রাষ্ট্রের অধিবাসী রূপে ন্যায্য প্রাপ্য যে দৈহিক ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, তাহা তাহাদিগকে দিতে হইবে। ইহাদের দুরবস্থার প্রতিকারই জাতির সর্ব্বপ্রধান অর্থ-নৈতিক সমস্যা; ইহার প্রতি ক্রমাগত উদাসীন থাকিয়া উপেক্ষা করিলে আশঙ্কা হয়, একদিন এমন সর্ব্বনাশ আসিয়া উপস্থিত হইবে, যাহার আর কোন প্রতিকার করাই সম্ভব হইবে না। কৃষি-জীবিদের নিরুপায় দৈন্যের ফলে তাহারা জীবন ধারণের জন্য একান্ত আবশ্যক বস্তুগুলি হইতে বঞ্চিত। তাহারা দীর্ঘকাল নীরবে সহ্য করিয়াছে;—অতি ভয়ঙ্কর দুঃখকেও বহন করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার গতি প্রতিরোধ না করিলে এমন সময় আসিবে,—নিশ্চয়ই আসিবে,—যখন তাহারা রুখিয়া দাঁড়াইবে; কোন ব্যবস্থা আর অবস্থাকেই মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে না। ভারতীয় কৃষকদের সহিষ্ণুতা, সর্ব্বংসহা ধরিত্রীর মত হইলেও তাহার সীমা আছে,—শেষও আছে। আমি এ সম্পর্কে আমার দেশবাসীর নিকট উৎকণ্ঠার সহিত সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছি। যদি আমরা কাণ্ডজ্ঞান না হারাইয়া থাকি, তাহা হইলে অন্যান্য দেশের ইতিহাস হইতে সময় থাকিতেই যেন আমরা শিক্ষা লাভ করি। ক্ষুব্ধ, মৌন, ক্ষুধিত কৃষক যে কোন দেশে ভূমিকম্প সৃষ্টি করিতে পারে। গভীর নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাসে যুক্তির দীপ নিভিয়া যায়। অসহ্য দুর্ব্বহ দুঃখের প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি লইয়া যে বিপ্লব জাগে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনাহীন জন-সমষ্টি তাহাতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। আজ সাহসের সহিত কে বলিতে পারে যে, ভারতীয় কৃষক এই অবস্থার সমীপবর্ত্তী হইতেছে না? আজকাল প্রায়ই আমরা শুনিতে পাই,—অমুক পল্লীতে হাঙ্গামা ও লুণ্ঠন হইয়াছে, অমুক অঞ্চলে কৃষকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, খাজানা আদায় করিতে গিয়া নায়েব-গোমস্তা প্রহৃত হইয়াছে, জমিদার নিহত হইয়াছে,—তাহার গৃহ ভস্মীভূত হইয়াছে, ইত্যাদি। ইহা কিসের চিহ্ন? আমাদের মধ্যে কয়জন ইহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করি? ইহা ভূমিকম্পের পূর্ব্বে ভূ-গর্ভস্থ আলোড়নের গভীর স্পন্দন।

আমি অপরকে অথবা নিজকে আতঙ্ক-গ্রস্ত দেখিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে, একমাত্র ভারতে একটা কৃষক-বিপ্লব ঘটাইবার যত উপাদান সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, অর্দ্ধ-পৃথিবী খুঁজিলে তাহা মিলিবে না। আমরা যদি সময় থাকিতে উহা দূর না করি—তাহা হইলে যে কেহ অগ্নি-শলাকা নিক্ষেপ করিয়া যে কোন মুহূর্ত্তে চারিদিক প্রজ্জ্বলিত করিয়া তুলিতে পারে। বলা বাহুল্য, অর্থ-নৈতিক বিপ্লব সমাজ-ব্যবস্থাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবারই পূর্ব্বাভাষ।